হইল* এবং তিনি হযরতের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে বলিতে পার কি? উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলিলেন, এই লোকটি হইল দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবী।

উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) ঐ স্থান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত খোদার কসম আমি ঐ আগন্তুককে দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলাম। ইত্যবসরে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শুনিতে পাইলাম। তিনি জিব্রাইল ফেরেশতার আগমন এবং তাঁহার সংবাদ বর্ণনা করিতেছেন। তখন আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম; ঐ আগন্তুক (দেহ্ইয়া-কাল্‌বীর আকৃতিতে হইলেও তিনি) জিব্রাইল ফেরেশতা ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ফেরেশতাগণ বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। অবশ্য তাঁহারা পাক পবিত্র উত্তম ও সুশ্রী আকারই ধাধণ করিয়া থাকেন। জিব্রাইল ফেরেশতা অনেক সময় ওহী নিয়া হযরতের নিকট মানুষ আকৃতিতে আসিতেন। কোন কোন সময় অপরিচিত মানুষের বেশে আসিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবীর আকৃতিতে সর্ব্ব সমক্ষে আসিয়া ওহী পৌঁছাইয়া থাকিতেন। দেহ্ইয়া-কাল্‌বী (রাঃ) অতিশয় সুশ্রী ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

১৯৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের নিকটবর্ত্তী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি বেশী ওহী পাঠাইতে ছিলেন, (এই ভাবে পবিত্র কোরআন সহ দ্বীনের সমুদয় প্রয়োজন পূর্ণ করা হইয়াছে) তারপরই রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৯৬৭। হাদীছ ঃ—পবিত্র কোরআন কোরায়েশ বংশীয় আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবুবকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোছায়লেমা-কাজ্জাবের দল—ইয়ামানস্থিত ইয়ামামাহ্ দেশবাসীর সঙ্গে মোসলমানদের জেহাদ হইয়াছিল। সেই জেহাদ সমাপ্তে খলীফা আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তথায় গিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, ওমর (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। আবুবকর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওমর (রাঃ) আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, ইয়ামামার জেহাদে কোরআন রক্ষক বা কোরআনের হাফেজ বহু সংখ্যায় শহীদ হইয়া, গিয়াছেন। আমার ভয় হয়, অন্যান্য জেহাদেও কোরআনের হাফেজ এই হারে শহীদ হইলে কোরআনের অনেক অংশ আমাদের হইতে ছুটিয়া

---

* ঘটনাটি পর্দার বিধান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ছিল, কিম্বা উম্মে-ছালামাহ্ (রাঃ) একই গৃহে পর্দার আড়ালে ছিলেন।

যাইতে পারে। (কারণ তখনও সাধারণতঃ কোরআন শরীফ বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত হইয়া হাফেজদের কণ্ঠস্থরূপেই রক্ষিত ছিল। একত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ আকারে রক্ষিত হওয়ার আবশ্যক দেখা দিয়া ছিল না।) অতএব আমার (ওমর রাঃ) পরামর্শ এই—আপনি খলীফা হিসাবে কোরআন শরীফকে লিপিবদ্ধ আকারে একত্রিত করার নির্দ্দেশ দান করুন। আমি (আবুবকর) ওমরকে বলিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই কাজ করিয়া যান নাই সেই কাজ কিরূপে করা যাইতে পারে? তদুত্তরে ওমর বলিলেন, কসম খোদার এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম হইবে—এইভাবে ওমর আমাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া আমিও চিন্তা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা আমারও সিনা খুলিয়া দিলেন। আমিও ওমরের ন্যায় ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করিলাম।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আপনি বুদ্ধিমান যুবক, আপনার প্রতি কাহারও কোন খারাব ধারণাও নাই এবং আপনি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব আপনি পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত খুঁজিয়া বাহির করতঃ একত্রিত করুন।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—আমাকে যদি তাঁহারা একটি পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করার আদেশ করিতেন সেই আদেশও আমার নিকট অত কঠিন মনে হইত না পবিত্র কোরআন একত্রিত করার আদেশ আমার নিকট যত কঠিন মনে হইতে ছিল। আমি বলিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যে কাজ করেন নাই আপনারা সেই কাজ কিরূপে করিতে পারেন? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) পুনঃ পুনঃ বলিলেন "এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম" আবুবকর (রাঃ) এই কথাটি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আমার অন্তর-দ্বারকেও খুলিয়া দিলেন ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করার জন্য। সেমতে কোরআনের আয়াত সমূহ তালাশ করিয়া একত্রিত করিতে লাগিলাম—(প্রতিটি আয়াত বহু সংখ্যক লোকের কণ্ঠস্থরূপে প্রাপ্তির সঙ্গে লিখিত আকারে পাইবার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া, বিভিন্ন লোকদের নিকট বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত—) খেজুর ডালের বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে (চর্ম্ম খণ্ডে, অস্থি খণ্ডে, কাষ্ঠ খণ্ডে) লেখা হইতে সংগ্রহ করিলে লাগিলাম। এইভাবে সমুদয় কোরআন চয়ন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলাম। অবশ্য ছুরা তওবার শেষ অংশ—لقد جاءكم رسول হইতে رب العرش العظيم পর্য্যন্ত (যাহা মৌখিকরূপে ত বহু লোকেরই স্মরণ ছিল।* কিন্তু অধিক সতর্কতা মূলক ভাবে

---

* মৌখিক কণ্ঠস্থরূপে এই আয়াত সম্পর্কে ওমর (রাঃ) ওসমান (রাঃ) এবং স্বয়ং যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ)ও সাক্ষী ছিলেন। ফতহুলবারী ৯—১২ দ্রষ্টব্য

লিখিত আকারেও পাইবার শর্ত অনুসরণ করা হইতেছিল তাহা এই অংশে পুরা হইতে ছিল না। অবশেষে ইহাও লিখিত আকারে) পাইলাম আবু খোযায়মা আনছারী ছাহাবী নিকট। অন্য কাহারও নিকট ইহা (লিখিত আকারে) পাই নাই।

এইভাবে পবিত্র কোরআনের সমুদয় আয়াত লিপিবদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ লিখিত পবিত্র পাতা-পত্রগুলি তৎকালীন খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হেফাজতে ও রক্ষনাবেক্ষনে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হেফাজতে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়াল. আনহার হেফাজতে রহিয়াছিল।

১৯৬৮। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট ছাহাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) তখন ইরাক ও সিরিয়া বাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী "আরমিনিয়া" ও "আজারবাইজান" এলাকা অধিকার করার কাজে নিয়োগ করিয়া ছিলেন। ছাহাবী হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও সেই বাহিনীতে ছিলেন। (সেই বাহিনীর সিরিয়াবাসীগণ পবিত্র কোরআন এক ধরণের শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। ইরাকবাসীগণ এই অর্থেই, কিন্তু ভিন্ন শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। এই শাব্দিক ও উচ্চারণের বিভিন্নতায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত—একে অন্যের পঠনকে কোরআন বলিয়া স্বীকার করিত না। ফলে একে অন্যকে কাফের পর্য্যন্ত বলিত। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় দলের পঠিতই কোরআন ছিল এবং যে বিভিন্নতা ছিল তাহা অতি সামান্য ও স্বাভাবিক বিভিন্নতা ছিল—একই অর্থে শুধু শাব্দিক ও উচ্চারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা+।) এই বিভিন্নতা লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের দরুন হোযায়ফা (রাঃ) অতিশয় বিচলিত হইলেন। মদীনায় আসিয়া প্রথমই খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! মোসলেম জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় তাহারা যেন নিজেদের আসমানী কেতাব সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হইয়া না পড়ে*।

+ ইসলামের প্রথম যুগে একই আরবী ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতার মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রসূলুল্লাহ (দঃ) লাভ করিয়া ছিলেন যাহার বিস্তারিত বিররণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

* অর্থাৎ এই বিবাদের মূল সূত্র—আরবী ভাষার গোত্রীয় বিভিন্নতায় কোরআন তেলাওয়াত যাহার অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেওয়া হইয়া ছিল; নবাগত মোসলমানদের সহজ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে। এখন সেই সুযোগের ততটা আবশ্যক নাই, অথচ উহার দ্বারা মস্ত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে। অতএব এখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক ধরণের আরবী ভাষা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক।

তাঁহার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ খলীফা ওসমান (রাঃ) (ওমর কন্যা—উম্মুল মোমেনীন)
হাফ্ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রথম
খলীফা আবুবকর (রাঃ) কর্ত্তৃক সুরক্ষিত একত্রিত কোরআন পাকের পবিত্র পাতা-
পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমরা উহার কতিপয় নকল বা প্রতিলিপি
তৈরী করিয়া পুনরায় উহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিব। সেমতে
হাফ্ছাহ্ (রাঃ) উহা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত কার্য্য সমাধা করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিয়া
দিলেন। ইহার মধ্যে ছিলেন (পূর্ব্ব পরিচিত) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ),
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), সায়ীদ ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান
ইবনুল হারেছ (রাঃ)। তাঁহারা সেই প্রথম খলীফা আবুবকরের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত
পবিত্র কোরআনের কতিপয় নকল ও প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন করিলেন।

(উল্লেখিত পরিষদের মধ্যে শুধু যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছিলেন।
অপর তিন জনই মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ছিলেন।) খলীফা ওসমান (রাঃ)
তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন, একই ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা সূত্রে কোরআনের
কোন শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মতবিরোধ হইলে উহাকে কোরায়েশদের ভাষার
অনুকরণে লিখিবেন**। কারণ পবিত্র কোরআনের মূল অবতরণ কোরায়েশদের
ভাষার উপরই ছিল। (পরে অন্যান্য আঞ্চলিক শাখা-ভাষায়ও পড়িবার অনুমতি
দেওয়া হইয়া ছিল মাত্র।)

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন হইলে পর (ওসমান (রাঃ) আবু
বকর (রাঃ) কর্ত্তৃক সংগৃহীত মূল লিপি হাফ্ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট
ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজ সংগৃহীত প্রতিলিপির এক এক খানা এক এক
অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন+ এবং বাধ্যতামূলকভাবে একমাত্র উহার অনুকরণে পবিত্র

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযোগ দূর করনার্থে
** ছাহাবী হোযায়ফাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি অমর কৃতি এই ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ
খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি অমর কৃতি এই ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ
কোরআনকে এক রকমের তথা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া দিয়া ছিলেন এবং
তাঁহার গঠিত পরিষদের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ইহাই ছিল। কারণ অধিকাংশ
ক্ষেত্রে ত আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল না। যে স্থানে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল সে সব স্থানে
শুধু মাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষার অনুকরণ করা হইয়াছে। এইভাবে সম্পূর্ণ কোরআন
কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় একত্রিত হইয়াছে—যাহা পবিত্র কোরআনের আসল রূপ ছিল।
ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় আজ আমাদের হাতে পবিত্র কোরআনের
সেই আসল রূপই সুরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবে।

+ বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় একত্রিত ভাবে সম্পূর্ণ কোরআন শরীকের সাত খানা
প্রতিলিপি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং উহার একখানা রাজধানী মদিনায় রাখিয়া ছয়
খানা যথাক্রমে মক্কা, সিরিয়া, বাহ্রাইন, বছ্রা এবং কুফায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কোরআন তেলাওয়াতের নির্দ্দেশ দান করিলেন। তৎসঙ্গে এই নির্দ্দেশও দিলেন যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা-ভাষায় লিখিত কোরআন যাহার নিকট যাহা আছে (উহা রহিত হইয়া যাওয়ায় উহার অমর্যাদা যেন না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা স্বরূপ) উহা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলা হউক।*

(পবিত্র কোরআন একত্রিতরূপে সংগ্রহের এই দ্বিতীয় অভিযানে প্রথম খলীফার সঙ্কলিত প্রতিলিপিকে আসল ও মূল হিসাবে সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। ঐ সঙ্কলনে প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের উপর অধিক সতর্কতা হিসাবে লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্তও অনুসরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই দ্বিতীয় অভিযানেও প্রথম সঙ্কলনের প্রতিলিপির উপর পুনরায় প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষী সহ লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্ত অনুসরণ করা হইল। এই সম্পর্কেই) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এইবার ছুরা আহ্‌যাবের একটি আয়াত (লিখিত রূপে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না ঃ—رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

এই আয়াতটি স্বয়ং আমারই স্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে ইহা তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু উপস্থিত (লিখিত আকারে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না। অবশেষে এই আয়াতটিও খোজায়মা ইবনে ছাবেত+ আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট (লিখিত) পাইলাম।

---

* আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রতিলিপিটি তখনও মদীনায় উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট রক্ষিত ছিল। পরে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসনকালে মদীনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ান ঐ প্রতিলিপি হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) উহা তাহাকে দেন নাই। হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট উহা ছিল। শাসনকর্ত্তা মারওয়ান পুনরায় তাঁহার নিকটও চাহিলেন। সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ প্রতিলিপিখানা মারওয়ানের হাতে অর্পণ করিলেন। মারওয়ান উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, পরবর্ত্তীকালে যেন ইহার দ্বারা কোন বিবাদের সৃষ্টি না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইল। (ফতহুলবারী ৯×১৬)

+ এই ছাহাবী "দুই সাক্ষী" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষ একটি ঘটনার উপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা দিয়া ছিলেন যে, "কোন ব্যক্তির পক্ষে খোজায়মা সাক্ষ্য দিলে তাহা যথেষ্ট গণ্য হইবে।" অর্থাৎ দুইজন সাক্ষী ব্যতীত কোন দাবী প্রমাণিত হইতে পারে না। এই হইল শরীয়তের আইন ও বিধান, কিন্তু খোজায়মা (রাঃ) যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিবে সেখানে তাহার একার সাক্ষ্যই দুইজনের সাক্ষ্যের ন্যায় পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাবলে অলৌকিকভাবে অবিস্মৃতরূপে উহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়া যাইত—মূখস্থ হইয়া যাইত যাহার ঘোষনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের দুই স্থানে প্রদান করিয়াছেন—

(১) ২৯ পারা ছুরা কেয়ামাহ্—إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ...... “নিশ্চয় আমার জিম্মায় রহিয়াছে এই কোরআন আপনার হৃদয়ে সমাবেশ করিয়া দেওয়া এবং উহাকে আপনার মুখে পড়াইয়া দেওয়া। অতএব আমি (অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে জিব্রাইল) যখন উহা আপনাকে পড়িয়া শুনাই, তখন আপনি শুধু শুনিয়া থাকিবেন।” এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ৩০ পারা ছুরা আ'লা—سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى “আমি আপনাকে কোরআন এমন ভাবে পড়াইয়া দিব যে, আপনি আর উহা ভুলিবেন না।”

কোরআন নাযেলকারী স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর আর কোন প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে শত শত হাজার হাজার মোসলমান কোরআনের আয়াত সমূহ মুখস্থ করিয়া লইতেন। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে এইভাবে শত শত হাজার হাজার সাক্ষী তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রতিটি আয়াত লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন ছিল। কোরআন নাযেল হওয়ার প্রথম দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ওহী লেখার জন্য সুদক্ষ লেখক ছাহাবীগণ নিয়োজিত ছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী এস্থলেই একটি পরিচ্ছেদও উল্লেখ করিয়াছেন এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত ছাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরতের পর তিনিই অধিকাংশ সময় এই কাজ সমাধা করিয়া থাকিতেন। তাই তাঁহার নাম ওহীলেখকরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। ফতহুলবারী ৯—১৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে ওহীলেখক বারজনের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। আবু দাউদ ও নাছায়ী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, একই সঙ্গে একাধিক ছুরার আয়াত সমূহ নাযেল হইতে থাকায় কোন আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন একজন ওহী লেখককে ডাকিয়া উক্ত আয়াত লিখিবার জন্য ছুরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ রাখা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত ছিল। সে মতে হযরত (দঃ) ঐ সময় কোরআন ভিন্ন অন্য কিছু, এমনকি তাঁহার হাদীছ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করিয়া ছিলেন যেন কোরআনের সঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত হইয়া না যায়। এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফেও একটি হাদীছ উল্লেখ আছে।

এইভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণ কোরআনই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু উহা একত্রিত বিন্যস্ত ছিল না। খেজুর ডালার বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে, চর্ম্ম খণ্ডে এবং হাড় ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নরূপে লিখিত ছিল, উহা হইতেই মুখস্থ ও কণ্ঠস্থরূপে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পবিত্র কোরআন সুরক্ষিত ছিল। পবিত্র কোরআনের লিপিবদ্ধ আকারের মধ্যে একটু মাত্র অসম্পূর্ণতা ছিল যে, উহা বিচ্ছিন্ন আকারে ছিল—একত্রিত ছিল না। সেই অসম্পূর্ণতাটুকু দুর করার জন্যই ছিল প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযান। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর হযরতেরই জমানায় লিখিত বিচ্ছিন্ন খণ্ড সমূহকে মূল-ধন করিয়া প্রথমে খলীফা আবুবকর (রাঃ) এবং পুনরায় খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্ব্বাধিকারী স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট বা খলীফাতুল মোছলেমীনের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একে একে—দুইবার শত শত হাজার হাজার মৌখিক সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাক্ষ্যের সহিত প্রমাণিতরূপে যে ভাবে পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াতকে সংগ্রহ করা হইয়াছে ইহার নজীর বিশ্বের কোন জাতি তাহাদের কোন কেতাব সম্পর্কে পেশ করিতে পারিবে না। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালার যে ওয়াদা ছিল—إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই নাযেল করিয়াছি এই নছীহত নামা কোরআনকে এবং অবশ্য অবশ্য আমি ইহা সুরক্ষনের ব্যবস্থা করিবই।" আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁহার সেই পবিত্র ওয়াদাকেই প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং আজও সেই ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহা বহাল থাকিবে।

পবিত্র কোরআন সঙ্কলন ও সংগ্রহের দুইটি অভিযানে কতিপয় বিষয়ের পার্থক্য ছিল—প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ কোরআনকে একত্রে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত করিয়া নেওয়া; কালক্রমে যেন উহার একটি অক্ষরও বিস্মৃত হইয়া যাওয়ার অবকাশ না থাকে। তাই উহার পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সঙ্কলনে প্রতিটি ছুরাকে সুবিন্যস্ত আকারে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন লেখা হইয়াছিল, কিন্তু পরস্পর ছুরাসমূহের তরতীব ও বিন্যাসন—যে, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল না। এতদ্ভিন্ন আরবী ভাষায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতার দিক দিয়াও নির্দ্দিষ্টরূপে শুধু কোরায়েশ গোত্রীয় শাখা-ভাষার অনুসরণ করা হইয়া ছিল না। উপস্থিত ক্ষেত্রে যেই আয়াত যেই শব্দ ও উচ্চারণে সম্মুখে আসিয়াছে ঐ আকারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্যও নিজ

নিজ কায়দা ও উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি বহাল ছিল, তাই ঐ সঙ্কলনের প্রতিলিপি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের আবশ্যকও দেখা দিয়া ছিল না। কারণ সে কালে সকল মানুষই কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ায় অভ্যস্ত ছিল।

তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানতমঃ বিষয় ছিল—সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একমাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষার উপর স্থাপিত করা। পবিত্র কোরআন একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষায় নাযেল হইয়াছিল বটে, কিন্তু আরবী ভাষার মধ্যেই কোন কোন শব্দ উচ্চারণের বা কোন কোন অর্থের জন্য শব্দের বা কোন কোন বিষয় বুঝাইবার কায়দায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতা ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবাগত মোসলমানদের সুযোগ দানার্থে কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্যে সেই বিভিন্নতা বজায় রাখার অনুমতি ছিল। এমনকি জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে কোরআন লিপিবদ্ধ করিলে, সেই বিভিন্নতার উপরই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিত।

শুধু মাত্র সুযোগ-সুবিধা জনিত উক্ত অনুমতির আবশ্যকতা পরে শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তদুপরি কালক্রমে উহার দ্বারা নানা রকম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার দ্বার প্রশস্ত হইতে ছিল যাহা দৃষ্টে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী হোযায়ফাহ্ (রাঃ) উহা প্রতিরোধের প্রতি তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। সেই মতে খলীফা হিসাবে ওসমান (রাঃ) উহার জন্য অভিযান চালাইলেন এবং এই ব্যাপারে লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে কেহই দ্বিমত প্রকাশ করেন নাই। এই অভিযানের ফলে পবিত্র কোরআন তাহার আসল রূপ তথা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং শুধুমাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত ছাহাবী বরং তৎকালীন সমস্ত মোসলমানের ঐক্যমতে তৃতীয় খলীফার আদেশক্রমে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তেলাওয়াতের সুযোগ রহিত হইয়া গেল। +

+ এস্থলে বর্ত্তমানে প্রচলিত ক্বেরাতে-সাব্য়া বা সাত ক্বেরাত, বরং ততোধিক বিভিন্ন ক্বেরাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এই বিভিন্নতার সূত্র কি? যদি আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতা বলা হয়, তবে ত উহা তৃতীয় খলীফার যুগেই রহিত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় উহা আসিল কোথা হইতে? উত্তর এই যে, সাত বা ততোধিক ক্বেরাতের বিভিন্নতা মূলতঃ আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতারই এক অবশিষ্টাংশ।

পবিত্র কোরআনকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপ দান খলীফা ওসমানের যুগে রহিত হইয়া গেলেও শুধু উচ্চারণ শ্রেণীর বিভিন্নতা যাহা সাধারণতঃ লেখারমধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে না, যেমন পানিকে এক অঞ্চলের লোকগণ "হানি" বলিয়া থাকে, কিন্তু লেখায় তাহারাও "পানি" লেখে। ঐ ধরণের মামূলী বিভিন্নতা তখন এবং তৎপরেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। তাহাই বিভিন্ন ক্বেরাত নামে প্রচলিত হইয়াছে।

এই অভিযানে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল ছুরা সমূহের তরতীব বা বিন্যাসন। পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়া কালে উহার মূল বিন্যাসনের উপর নাযেল হইয়াছিল না, বরং আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক আয়াত ও ছুরা নাযেল হইতে থাকিত। লোকদের মধ্যেও পবিত্র কোরআন ঐ বিচ্ছিন্নরূপেই প্রচলিত ছিল। পরস্পর ছুরা সমূহের বিন্যাসনের বাধ্য-বাধকতা ছিল না। খলীফা ওসমান (রাঃ) দলীল-প্রমাণ, আকার-ইঙ্গিত দ্বারা মূল বিন্যাসনের যতটুকু খোঁজ লাগাইতে পারিয়া ছিলেন সেই মতে ছুরা সমূহকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত দুইটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া সকল মোসলমানগণকে একমাত্র উহারই অনুসরণকারী বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন। সেমতে তিনি পবিত্র কোরআনের এই সঙ্কলনের প্রতিলিপি দেশে দেশে পাঠাইবারও ব্যবস্থা করিলেন।

ছুরাসমূহের বিন্যস্ততার সহিত এক রকম ভাষার উপর সমগ্র কোরআনকে একত্রিত—এক কেতাব আকারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার প্রচেষ্টা প্রথম খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল না। তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল। তাই তিনিই সর্ব্বসাধারণ্যে জামেউল-কোরআন—কোরআন একত্রকারী আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১৯৬৯। হাদীছ ঃ– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) আমাকে কোরআন পড়াইয়াছেন একই রকম ভাষার উপর। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি, (আল্লার তরফ হইতে) অধিক সুযোগ প্রদানের ; তাহা তিনি করিয়াছেন। এমনকি (আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতায় আরবী ভাষার সংখ্যাগুরু) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাত প্রকার শাখা-ভাষার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দিয়াছেন।

১৯৭০। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশারই ঘটনা। একদা আমি হেশাম নামক এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে ছুরা ফোরকান পড়িতে শুনিলাম এবং লক্ষ্য করিলাম, সে উহার কতিপয় শব্দ এমন উচ্চারণে পড়িতেছে যাহা ভিন্ন ধরণের। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে যেরূপ পড়াইয়াছেন উহার ব্যতিক্রম। তাই আমার ভিতরে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হইল যে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিবার ইচ্ছা আমার হইল। কিন্তু অতি কষ্টে আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম। যখন সে নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইল তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে বক্ষস্থলের চাদরে জড়াইয়া ধরিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছুরা তোমাকে কে পড়াইয়াছে ? সে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পড়াইয়াছেন। আমি বলিলাম, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ছুরা আমাকে পড়াইয়াছেন তোমার পড়া ত সেইরূপ নহে। অতঃপর আমি তাহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ধরিয়া লইয়া গেলাম এবং হযরত (দঃ)কে ঘটনা জানাইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি ছুরা ফোরকান পড় ত দেখি! সে তখনও ঐরূপই পড়িল যেরূপ পড়িতে আমি শুনিয়াছিলাম। তাহার পড়া শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। অত.পর হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে ওমর! তুমি পড় ত দেখি! তখম আমি ঐরূপ পড়িলাম যেরূপ হযরত (দঃ) আমাকে পড়াইয়া ছিলেন। হযরত (দঃ) এইবারও বলিলেন, কোরআন এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। নিশ্চয় কোরআন সাত প্রকার ভাষায় (পাঠ করার সুযোগের সহিত) নাযেল হইয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সহজ পন্থায় পড়িতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ— ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কোরআন **শরীফ** হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যেই আকারে পৌঁছাইয়া ছিলেন তাহা একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীর ভাষাই ছিল। কিন্তু ঐ সময় হযরত (দঃ) আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন কায়দার আরবী ভাষায় তেলাওয়াত করার অনুমতিও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতেই জিব্রাইলেরই মাধ্যমে লাভ করিয়া ছিলেন। এমনকি প্রসিদ্ধ ও সংখ্যাগুরু হিসাবে সাতের অঙ্ক উল্লেখ হইয়া থাকিলেও উক্ত সুযোগ ও অনুমতি সাতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। মূল কোরআন নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার সেই অনুমতিকে নাযেল হওয়া বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআনের মূলভাষা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষা বাধ্যতা মূলক করিয়া দিয়া ছিলেন। সমস্ত ছাহাবীগণ তাঁহার এই ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন; সুতরাং ছাহাবীগণের এজমা' অনুযায়ী আরবী ভাষারই অন্য গোত্রীয় কায়দায় পাঠ করা মনছুখ বা রহিত হইয়া উহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একই ভাষায় গোত্রীয় বিভিন্নতা দুই রকম হয়—মূল শব্দের বিভিন্নতা, যথা—একই ব্যঞ্জনকে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে "ডাটা" "ডেঙ্গা" ও "মাইরা" বলা হয়। আর এক হয় শুধু উচ্চারণের বিভিন্নতা; যথা—পানি, পান ইত্যাদিকে অঞ্চল বিশেষে হানি, হান বলা হয়। আরবী ভাষায়ও উভয় প্রকারের বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ছাহাবীগণের এজমা দ্বারা প্রথম প্রকারের বিভিন্নতা কোরআন শরীফে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিভিন্নতার অবকাশ থাকিয়া যায়। কারণ, উহা লেখায় আসে না। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় প্রকার বিভিন্নতাই "সাত ক্বেরাৎ" রূপে প্রচলিত আছে!

১৯৭১। হাদীছ ঃ—ইউসুফ ইবনে মাহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় ইরাকবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হে উম্মুল-মোমেনীন! আপনার কোরআন শরীফখানা আমাকে একটু দেখাইবেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্য? সে বলিল উহার তরতীব বা বিন্যাসন অনুযায়ী আমার কোরআনখানা বিন্যস্ত করিব। লোকেরা কোরআনের মধ্যে কোনরূপ বিন্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করে না। আয়েশা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, কোরআনের ছুরা সমূহ তোমার ইচ্ছা মত আগে পিছে পড়িতে পার—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

প্রথম দিকে কোরআনের ঐ শ্রেণীর ছুরা সমূহ নাযেল হইয়াছিল যাহাতে বেহেশত-দোযখের বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সব বর্ণনায় লোকগণ অভিভূত হইয়া ইসলামের ছায়াতলে দৌড়িয়া আসিয়াছে। তারপর হালাল-হারামের বিধি-বিধান সমূহ নাযেল হইয়াছে। প্রথমেই যদি এই বিধান নাযেল হইত যে, মদ পান করিতে পারিবে না তবে লোকগণ বলিত, আমরা ত মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি নাযেল হইত, জেনা করিতে পারিবে না, তবে লোকগণ বলিত, আমরা জেনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না (—এইভাবে লোকগণ ইসলাম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইত। তাই উল্লেখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বেহেশত-দোযখের বিবরণপূর্ণ ছুরা সমূহ প্রথমে নাযেল করা হইয়াছিল।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি যখন খেলা-ধূলায় অভ্যস্ত কম বয়স্কা মেয়ে, তখন মক্কা নগরীতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

“(কাফের দলকে সমুচিত শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া হয় না, বরং তাহাদের সমুচিত শাস্তির জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল পরকাল এবং পরকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্য হইবে”) (২৭ পারা ছুরা কামার)। অতঃপর হালাল-হারাম ইত্যাদি বিধি-বিধান সম্বলিত ছুরা বাকারাহ ও ছুরা নেছা ইত্যাদি নাযেল হইয়াছে যখন মদীনায় আমি হযরতের গৃহিণী হইয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) ঐ কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কোরআন শরীফের ছুরা সমূহের অবতরণ তরতীব ও বিন্যাসনের সহিত ছিল না, উপস্থিত প্রয়োজন অনুপাতে নাযেল হইত। সুতরাং অবতরণের মধ্যে যখন কোন নির্দ্দিষ্ট তরতীব ছিল না, তখন তেলাওয়াতের মধ্যেও তরতীবের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

প্রথম দিক দিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার এই মতামত ছিল। কিন্তু ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফৎকালে যথা সাধ্য দলীল প্রমাণ ও আকার-ইঙ্গিত দ্বারা

পবিত্র কোরআনের মূল তরতীবের খোঁজ করা হইয়াছে এবং সে অনুপাতে ছুরা সমূহের তরতীব নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ করা উচিত।

ছাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট কারী

১৯৭২। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) একদা আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহাকে ঐ দিন হইতে আমি অত্যধিক ভাল বাসি, যে দিন নবী (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, "চার জনের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা করিতে তৎপর হও—(১) আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) সালেম (৩) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৪) উবাই ইবনে কা'য়াব।"

১৯৭৩। হাদীছ ঃ—একদা আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহার ভাষণে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সত্তরের অধিক সংখ্যক ছুরা স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছি।

১৯৭৪। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ—যিনি একমাত্র মাবুদ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি ছুরা সম্পর্কে আমি অবগত আছি যে, উহা কোথায় নাযেল হইয়াছে, কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এখনও যদি আমি জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কোন বিষয় আমার চেয়ে বেশী জানেন এবং তাঁহার নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট পৌঁছিব।

১৯৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় চার জান ছাহাবী পূর্ণ কোরআন সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মদীনাবাসী—(১) উবাই ইবনে কায়া'ব (২) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৩) যায়েদ ইবনে ছাবেত (৪) আবু যায়েদ।

কতিপয় বিশেষ আয়াতের ফজিলত

১৯৭৬। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা বাকারার শেষের তুই আয়াত রাত্রি বেলা তেলাওয়াত করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আখেরাতের দিক দিয়া এইরূপ যথেষ্ট হইবে যে, রাত্রি বেলা অন্য কোন এবাদৎ না করিলেও সে প্রভু-ভোলা ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না। তুনিয়ার দিক দিয়া এইরূপ যে, ঐ রাত্রে সে বালা-মছিবৎ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।

১৯৭৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রমজান শরীফের দান-খয়রাত ও ছদকায়ে-ফেৎর ইত্যাদির খুরমা-খেজুর যাহা জমা হইয়াছিল উহা পাহারা দেওয়ার কাজে হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে নিয়োগ করিলেন। একদা রাত্রি বেলা এক আগন্তুক আসিয়া উহা হইতে তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে আমাকে অনুনয় বিনয় ভাবে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি বড় দরিদ্র। অথচ পরিবার পরিজনের খরচ ও বিভিন্ন প্রয়োজনাদি অনেক বেশী। তাহার কাতরতা দেখিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রে যে তুমি আসামী ধরিয়া ছিলে তাহার ব্যাপার কি হইল ? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ ! তাহার সন্তান-সন্ততি ও ক্ষয়-খরচ অনেক বেশী, অথচ দরিদ্র—এই কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাহার প্রতি দয়া হইয়াছে। সে বলিয়াছে, আর আসিবে না, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, সে পুনরায় আসিবে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম, নিশ্চয় সে পুনরায় আসিবে। কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সংবাদ দিয়াছেন যে, সে পুনঃ আসিবে। সেমতে আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। রাত্রিবেলা সে আসিয়া ঐরূপেই তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। আজও সে ঐরূপ কাতরতার সহিত অনুরোধ করিল এবং বলিল, আমাকে আজ ছাড়িয়া দিন, আমি আর আসিব না। তাহার কথায় আমার অন্তরে তাহার প্রতি দয়া আসিল ; আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ভোর হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পূর্ব্বরূপ কথোপকথন হইল। আজও হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, পুনরায় সে আসিবে। এই বারও আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বাস্তবিকই সে রাত্রিবেলা আসিয়া বস্তা ভর্ত্তি আরম্ভ করিল। এইবার আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব ; তুমি প্রত্যেকবারই অঙ্গিকার কর আসিবে না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ আস। এইবার সে বলিল, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন ; আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিব যাহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উপকৃত করিবেন। আমি উহা জানিতে চাহিলে সে বলিল, যখন বিছানার উপর শয়ন করিবেন তখন "আয়াতুল-কুরছী" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবেন। তা হইলে সারা রাত্র আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন পাহারাদার নিযুক্ত থাকিবে এবং কোন জ্বিন-ভূত আপনার কাছেও আসিতে পারিবে না। এইবারও আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ছাহাবীগণ ছিলেনই এইরূপ যে, ভাল কথার প্রতি তাঁহারা অতিশয় আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাবান হইতেন।

এবারের বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণান্তে নবী (দঃ) বলিলেন, সে তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সে মিথ্যুক। হে আবু হোরায়রা! তুমি জান কি তিন দিন যাবৎ কাহার সঙ্গে তোমার ঘটনা ঘটিতেছে? আবু হোরায়রা বলিলেন না। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ছিল শয়তান (শ্রেণীর একটি জ্বিন।)

১৯৭৮। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি ছুরা কাহাফ তেলাওয়াত করিতে ছিল। তাঁহার অদুরেই একটি উত্তম ঘোড়া উহার লাগামের দুই দিকে দুইটি দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমতাবস্থায় বড় মেঘ খণ্ডের ন্যায় একটি বস্তু তাহার মাথার উপর আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; তাহাতে তাহার ঘোড়াটি লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। ঐ ব্যক্তি (ঘাব্‌রাইয়া) বিপদ মুক্তির দোয়া-দরুদ পড়িল। সকালবেলা সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে উৎসাহ প্রদান করতঃ বলিলেন, উহা ত শান্তিবাহক ফেরেশতাদের দল ছিল যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের দরুণ তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন।

১৯৭৯। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে তাহাজ্জুদের সময় ক্বুলহু-আল্লাহ ছুরা বারংবার পাঠ করিতে শুনিল। ভোর বেলা সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ ঘটনা শুনাইল; সে যেন ক্বুলহু-আল্লাহ ছুরাটিকে সামান্য বস্তু মনে করিতে ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ছুরাটি পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ (সমতুল্য)।

১৯৮০। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণকে বলিলেন, প্রতি রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করার সামর্থ্য তোমাদের আছে কি? সকলেই উহাকে কঠিন মনে করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে, এই কাজ করিতে পারিবে? হযরত (দঃ) তখন বলিলেন, ছুরা ক্বুলহু-আল্লাহু তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান।

১৯৮১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি শয়নের পূর্ব্বক্ষণে বিছানায় বসিয়া ছুরা ক্বুলহু-আল্লাহ, ক্বুল-আউজু বে-রাব্বিল-ফালাক্ ও ক্বুল-আউজু বে-রাব্বিন-নাছ পাঠ করতঃ হস্তদ্বয়কে (মোনাজাত করার ন্যায়) একত্রিত করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা যথা সম্ভব সর্ব্ব শরীর মুছিতেন—মাথা এবং মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখ দিক প্রথমে মুছিতেন। এইভাবে তিন বার করিতেন।

১৯৮২। হাদীছ :—উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাত্রি বেলা তিনি ছুরা বাকারাহ তেলাওয়াত করিতে ছিলেন, তাঁহার

ঘোড়াটি নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ উহা লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। তিনি কিছু সময় তেলাওয়াত বন্ধ রাখিলেন, ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল। অতঃপর তিনি পুনরায় তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন, ঘোড়াটিও পুনরায় ঐরূপ করা আরম্ভ করিল, আবার তিনি তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিলেন ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল, পুনরায় তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন ঘোড়াটিও ঐরূপ করা আরম্ভ করিল। এইবার তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করতঃ তথা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কারণ ঘোড়াটির অনতিদূরেই তাঁহার শিশু পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া শায়িত ছিল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, ঘোড়াটি লাফাইয়া তাহার উপর পতিত হয় নাকি! তাই ছেলেটিকে তথা হইতে সরাইয়া নিয়া আসিলেন। তখন তিনি উর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া একটি মেঘ খণ্ডের ন্যায় দেখিতে পাইলেন যাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপের ন্যায় অনেকগুলি আলো ঝলমল করিতেছে এবং উহা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে, এমনকি কিছু সময়ের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ভোর বেলা তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কলিলেন, তুমি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ছিল ফেরেশতাগণের একটি জামাত যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিবার জন্য উহার নিকটে আসিয়া ছিলেন। তুমি যদি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকিতে তবে তাঁহারাও ভোর পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। এমনকি জন সাধারণও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত।

১৯৮৩। হাদীছ ঃ— শাদ্দাদ ইবনে মা'ক্কেল (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রচলিত কোরআন শরীফে যতটুকু আল্লার কালাম রহিয়াছে হযরত নবী (দঃ) উহা ভিন্ন আল্লার কালাম আরও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন কি? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আল্লার কালামরূপে আর কিছু রাখিয়া যান নাই।

(আলী রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এক পুত্র-) মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকটও উক্ত প্রশ্ন করা হইলে তিনিও বলিলেন, না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আর কোন আল্লার কালাম হযরত (দঃ) রাখিয়া যান নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—এক দিকে শিয়া সম্প্রদায়, অপর দিকে ভণ্ড ফকির দল গুজব রটাইয়া থাকে, নব্বই হাজার কালাম হইতে অল্প সংখ্যাক কোরআনরূপে প্রচলিত হইয়াছে যাহা যাহেরী আলেমগণ পাইয়াছেন। অবশিষ্ট কালামগুলি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মারফৎ ছিনা-ব-ছিনা বাতেনী ভাবে ফকিরদের বা শিয়াদের নিকট পৌঁছিয়াছে। উল্লেখিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীর গুজবের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ।

কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

১৯৮৪। হাদীছঃ— আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মোমেন ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন অনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল কমলা লেবু যাহার স্বাদও ভাল গন্ধও ভাল। আর যে মোমেন কোরআন তেলাওয়াত করে না, অবশ্য তদনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল খুরমা-খেজুর যাহার স্বাদ ভাল, কিন্তু উহার কোন সুগন্ধি নাই। আর যে (ঈমানহীন) মোনাফেক বা (আমলহীন) ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত হইল "রাইহানাহ্" * যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত। আর যেই মোনাফেক বা ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করে না তাহার দৃষ্টান্ত মাকাল ফল যাহা দুর্গন্ধময়, তিক্ত এবং বিস্বাদও বটে।

১৯৮৫। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নবী প্রকাশ্য স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করিলে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি যত দূর আকৃষ্ট হন অন্য কোন বস্তুর প্রতি তত দূর আকৃষ্ট হন না।

১৯৮৬। হাদীছঃ— عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ
رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالًا
فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আকাঙ্খা করার মত গুণ দুনিয়াতে দুইটিই আছে। একটি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষার সুযোগ দিয়াছেন, সে কোরআন শিক্ষা করিয়াছেন এবং নিশিথে সে (মাবুদের দরবারে) দাঁড়াইয়া (নামাযে) কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়। দ্বিতীয়টি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে দিবা-রাত্র উহা দান-খয়রাত করিয়া থাকে।

---

* "রাইহানাহ্" এক প্রকার তিক্ত ঘাস যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু তিক্ত। যেমন, আতর সুগন্ধময় বটে, কিন্তু তিক্ত।

১৯৮৭। হাদীছ :— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ
عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَّهُ
فَقَالَ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ
اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ
مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছুনিয়াতে আকাঙ্খা করার মত বস্তু একমাত্র ছুইটিই। একটি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে কোরআন শিক্ষা করার স্থযোগ দিয়াছেন এবং সে দিবা-রাত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে। তাহার প্রতিবেশী তাহার আমল দেখিয়া বাসনা ও আগ্রহ করিয়া থাকে যে, ঐ ব্যক্তির স্থায় কোরআন দৌলত আমারও লাভ হয় এবং আমিও তাহার স্থায় আমল করি। দ্বিতীয়টি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে ধন-দৌলত দান করিয়াছেন এবং সে উহা সৎপথে নেক কাজে অকাতরে খরচ করিয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়া অন্য লোক আকাঙ্খা ও আগ্রহ করে যে, তাহার স্থায় ধন-দৌলত আমারও লাভ হয় আমিও ঐরূপ আমল করি।

সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়

১৯৮৮। হাদীছ :— عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ -

অর্থ—ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয়।

কোরআন স্মরণ রাখায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা

১৯৮৯। হাদীছ :— عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ

صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে স্বীয় হৃদয়পটে আবদ্ধ রাখিতে চায় তাহার অবস্থা ঐ উটের মালিকের ন্যায় যে স্বীয় উটকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়। উটের মালিক যদি সর্ব্বদা উহার বন্ধনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবেই উহাকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে। আর যদি সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখে, তবে (যে কোন সময় উট বন্ধন ছিন্ন করিয়া) চলিয়া যাইবে।

(তদ্রূপ কোরআন শিক্ষা করিয়া যদি সর্ব্বদা উহার চর্চ্চা করতঃ উহাকে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলে তবেই কোরআন তাহার আয়ত্তে থাকিবে অন্যথায় সে কোরআনকে হারাইয়া বসিবে।)

১৯৯০। হাদীছ:— عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَّقُوْلَ نَسِيْتُ
اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ تَفَصِّيًا
مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে ইহা বড়ই জঘন্য কথা যে, সে (তাহার নিজ ত্রুটিতে কোরআন ভুলিয়া যায় এবং) বলে—আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য তাহার নিজ ত্রুটিতে নয়, বরং অন্য কোন কিছু (ওজর বা প্রতিবন্ধক—যেমন দীর্ঘ দিনের রোগ বা অতিশয় বার্দ্ধক্য ইত্যাদি) যদি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করে তবে তাহা সতন্ত্র কথা। সুতরাং কোরআনকে স্মরণ রাখার প্রতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক, (অন্যথায় তোমাকে উল্লেখিত অশুভ জঘন্য উক্তিকারী—হইতে হইবে;) কারণ (অবহেলার দরুণ) কোরআন মানুষের হৃদয় পট হইতে এত দ্রুত ছুটিয়া যায় যে, জঙ্গলী পশুও এত দ্রুত মানুষের হাত হইতে পলায়ন করে না।

১৯৯১। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ
نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا -

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ রাখিও। খোদার কসম—উট উহার বন্ধন মুক্ত হইলে যত দ্রুত সরিয়া পড়ে, কোরআন তদপেক্ষা দ্রুত হাতছাড়া হইয়া যায় (যদি উহা আবদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকে।)

শিশুদিগকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া

১৯৯২। ছাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় আমি দশ বৎসর বয়সেই পবিত্র কোরআনের শেষ দিকের যে অংশকে “মোফাচ্ছাল” বলে—সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করিয়া ছিলাম।

কোরআন শরীফ ভুলিয়া যাওয়া

অনেক আলেমের মতে কোরআন শরীফ ভুলিয়া থাকা কবিরা গোনাহ। (ফতহুল বারী)

কোরআন শরীফের কোন অংশ ভুলিয়া গিয়া থাকিলে উহা অবশ্যই স্মরণ করিতে তৎপর হইবে।

১৯৯৩। ছাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রি বেলা (তাহাজ্জোদ নামাযের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির কোরআন শরীফ পড়া শুনিলেন। হযরত (দঃ) তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিয়া বলিলেন, অমুক ছূরার এই এই আয়াত আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; এই ব্যক্তি তাহা আমার স্মরণে আনিয়া দিয়াছে।

পরিষ্কাররূপে খোশ-লেহানে কোরআন পড়া

১৯৯৪। ছাদীছঃ—ক্বাতাদাহ্ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্বেরাত কি ধরণের ছিল ? তিনি বলিলেন, হযরতের ক্বেরাত (স্থানে স্থানে) লম্বা টান্ যুক্ত ছিল (—যে স্থানে লম্বা টানের অক্ষর থাকিত সেখানে তিনি উহার যথাযথ নিয়ম রক্ষা করিয়া পাঠ করিতেন।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) হযরতের ক্বেরাতের নমুনা স্বরূপ বিস্‌মিল্লা···হির্-রাহ্‌মা···নির-রাহী···ম্ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন (এবং তিনি মিল্লা···রাহমা···ও রাহী···কে টানিয়া লম্বা করিয়া পড়িলেন।)

১৯৯৫। ছাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উটের উপর বসিয়া ভ্রমন করিতে ছিলেন এবং ছূরা “ফাতাহ্” তেলাওয়াত করিতে ছিলেন—ধীরে ধীরে তরঙ্গিত স্বরে তেলাওয়াত করিতে ছিলেন।

১৯৯৬। হাদীছ ঃ— আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহার খোশ-লেহানের প্রশংসা করিয়া) বলিতেন, আল্লাহ তোমাকে দাউদ আলাইহেচ্ছালামের সুরের ন্যায় সুর দান করিয়াছেন।

১৯৯৭। হাদীছ ঃ— (১১২৬পৃঃ) বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী- ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ছূরা "ওয়াত্তীন" এশার নামযে পড়িতে শুনিলাম। এত সুন্দর আওয়াজ ও এত সুন্দর পড়া আর কাহারও আমি শুনি নাই।

কত দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত হইবে ?

১৯৯৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী বিবাহ করাইয়াছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেই বধূর খোঁজ-খবর লইতেন। সেমতে তিনি বধূকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন, তদুত্তরে বধূ তাঁহাকে বলিত, আমার স্বামী লোক হিসাবে অতি উত্তম ব্যক্তি, অবশ্য যাবৎ আমি তাহার বিবাহে আসিয়াছি তিনি কোন সময় আমার বিছানায় পা রাখেন না এবং আমার হাল-অবস্থার কোন খোঁজ-খবর নেন না। (তিনি সর্ব্বদা এবাদৎ-বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন।)

দীর্ঘ কাল আমার পিতা এই অভিযোগ শুনিয়া এক দিন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন. পুত্রকে সঙ্গে নিয়া এক দিন আমার নিকট আসিও। সেমতে আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নফল রোজা কিরূপ রাখিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম, প্রতি দিনই রোযা রাখিয়া থাকি। হযরত (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন-খতম কিরূপ করিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম প্রতি রাত্রে এক খতম পড়িয়া থাকি।

হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, প্রতি মাসে শুধু মাত্র তিন দিন রোজা রাখিবে এবং (তাহাজ্জুদের নামাযে) প্রতি এক মাসে এক খতম কোরআন পড়িবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সামর্থ্য আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার শক্তি আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দিন রোজাহীন থাকিয়া এক দিন রোজা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আরও অধিক সামর্থ্য আমার রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তা হইলে তুমি সর্ব্বোত্তম রোজা—একমাত্র দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা রাখ—এক দিন রোযাহীন থাক এক দিন রোযা রাখ। আর (তাহাজ্জুদের নামাযে) কোরআন তেলাওয়াত সাত দিনে এক খতম পড়। (এস্থলেও শেষ পর্য্যন্ত তিন দিনে খতমের অনুমতি দিয়াছিলেন।)

আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপের সহিত বলিতেন, আমি যদি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরামর্শ মোতাবেক সহজ পথ অবলম্বন করিতাম তবে আমার পক্ষে উত্তম ছিল। কারণ এখন আমি বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! (বার্দ্ধক্যের দরুণ কোরআন শরীফ পূর্ব্বের ন্যায় পাকা পোক্তা ভাবে মুখস্থ ছিল না,) তাই তিনি প্রতি দিন দিনের বেলা সপ্তমাংশ কোরআন প্রথমে ভালরূপে মুখস্থ করিয়া লইতেন এবং নিজ পরিজনের কাহাকেও শুনাইতেন। অতঃপর রাত্রি বেলায় ঐ অংশই তেলাওয়াত করিতেন; ইহাতে তাঁহার রাত্রি বেলার পড়ার মধ্যে কিছুটা কষ্টের লাঘব হইত।

রোযা সম্পর্কেও তিনি হযরতের পরামর্শানুযায়ী এক দিন রোযায় এক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। যদি কোন সময় বিশেষ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন তবে এক সঙ্গে কতেক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। কিন্তু এক দিন পর এক দিন হিসাবে যতটা রোযা হয় উহা পরে রাখিয়া লইতেন। (উক্ত রোযা ও তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত নফল এবাদৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহার পরিমাণ ও সংখ্যা পুরণে এত তৎপর ছিলেন) এই কারণে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে যে পরিমাণ এবাদৎ করা হইত হযরতের অবর্ত্তমানে উহা কম করিয়া দেওয়াকে অপছন্দ ও অশুভ মনে করিতেন।

লোক-দেখানো বা গর্ব্ব উদ্দেশ্যে কিম্বা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য কোরআন পাঠ করার পরিণতি

১৯৯৯। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি আখেরী জনানায় এক শ্রেণীর যুবক দল সৃষ্টি হইবে যাহাদের প্রকৃত জ্ঞান কম হইবে। মুখে তাহারা ভাল ভাল কথা, এমনকি কোরআন-হাদীছের বাণীই আবৃত্তি করিবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইসলামের গণ্ডির বহির্ভুত হইবে। তাহাদের অভ্যন্তরে ইসলাম থাকিবে না। তাহারা ইসলামকে আঘাতকারী ইসলামের গণ্ডি বহির্ভুত দল হইবে; যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্য জীবকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় তদ্রূপ তাহারাও ইসলামকে আঘাতকারী, ইসলাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহাদের ঈমান শুধু মুখেই থাকিবে, উহার কোন আছর বা প্রতিক্রিয়া তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম কয়িয়া অন্তরে পৌঁছিবে না। এই শ্রেণীর লোক যেখানে পাও হত্যা কর। যাহারা তাহাদেরে হত্যা করিবে তাহারা কেয়ামতের দিন ছওয়াব লাভ করিবে।

২০০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যেই

এমন এক শ্রেণীর লোকের অবির্ভাব হইবে যাহাদের (বাহ্যিক অবস্থা এত ভাল হইবে যে, তাহাদের) নামাযের সম্মুখে তোমাদের নামায, রোযার সম্মুখে তোমাদের রোযা, আমলের সম্মুখে তোমাদের আমল, নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। তাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ ঐ তেলাওয়াত তাহাদের মুখে মুখেই থাকিবে—অন্তরে উহার কোন আছর প্রতিক্রিয়া হইবে না এবং আল্লার দরবারে উহা কবুল হইবে না। সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর যেরূপ লক্ষণীয় জীবকে দ্রুত ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; তীরের কোন অংশে উহার রক্ত-মাংসের কোন নিদর্শনও দেখা যায় না তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর লোকগণও দ্বীন-ইসলা'মকে ভীষণ আঘাতকারী উহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের উদ্দেশ্য হইল মোসলমানগণকে সতর্ক করা, কাহারও শুধু মুখের কথা শুনিয়া বা শুধু বাহ্যিক আবরণ দেখিয়া তাহার ফাঁদে পা দিবে না। বর্ত্তমান যুগে উল্লেখিত বিবরণীর সাদৃশ্য কাদিয়ানী শ্রেণীর লোকদিগকে দেখা যায়। তাহাদের কথায় ও লেখায় কোরআন-হাদীছের উল্লেখ দেখা যায়, নামায রোযা কোরআন তেলাওয়াতে তাহাদিগকে মশগুল দেখা যায়, কিন্তু তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী ইসলাম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাফের।

একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করিবে

২০০১। হাদীছ ঃ—জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মন ও দেলের পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করিও। (দীর্ঘ সময় তেলাওয়াতে মশগুল থাকার দরুণ বা অন্য কোন কারণে) মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন ক্ষান্ত হও।

ব্যাখ্যা ঃ- দীর্ঘ সময় কোরআ'ন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে বা অন্য কোন সাময়িক কারণে মনের একাগ্রতা না থাকিলে এবং মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন পুনরায় মনের একাগ্রতা হাসিলের উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিবে। কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত না হওয়ায় মন না বসিলে কোরআন তেলাওয়াতে অবশ্যই মশগুল থাকিবে এবং বলপূর্ব্বক মনকে কোরআ'ন তেলাওয়াতে বসাইতে পুনঃ পুনঃ অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, ক্ষান্ত হইবে না।

মছআলহ—(৭৫৬পৃঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় কান্না আসিলে উহাতে দোষ নাই। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনিবার সময় নয়ন যুগলে অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন। ………নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

* * *

বিংশতিতম অধ্যায়

বিবাহ ও তালাক সম্পর্কীয় বিবরণ

বিবাহ করা উত্তম

২০০২। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীদের মধ্যে হইতে তিন ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের নিকটে আসিয়া হযরতের এবাদৎ বন্দেগী সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করা হইলে তাহারা হযরতের এবাদৎ বন্দেগীর পরিমাণকে কম মনে করিল। অবশ্য তাহারা এরূপও বলাবলি করিল যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ত পূর্ব্বাপর সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; (তাঁহার পক্ষে কম এবাদৎই যথেষ্ট।) আমাদের অবস্থা ত তদ্রূপ নয় (—আমাদের জন্য বেশী মাত্রায় এবাদৎ করা আবশ্যক।)

তাহাদের একজন বলিল, আমি সর্ব্বদা সারা রাত্রি নামায পড়িয়া কাটাইব, রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইব না। আর একজন বলিল, সারা জীবন রোযা রাখিব এক দিনও রোযা ছাড়িব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি চিরকুমার থাকিব বিবাহ করিব না। ইতি মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই এই কথা বলাবলি করিয়াছ! তোমরা স্মরণ রাখিও, খোদার কসম—আমি আল্লাহ তায়ালাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকি। আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করিয়া চলি। এতদসত্ত্বেও আমি রোযাও রাখি—রোযাবিহীনও থাকি, রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়ি—নিদ্রাও যাই এবং বিবাহ করতঃ বিবিদের সঙ্গে বসবাসও করিয়া থাকি। ইহাই হইল আমার সুন্নত তরিকা; যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা ছাড়িয়া চলিবে সে আমার দলভুক্ত গণ্য হইবে না।

২০০৩। ছাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অবশ্যই বিবাহ করিয়া নেও; এই উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম গণ্য হইবে যে, অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

অবিবাহিত থাকা বা খাসি হইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ

২০০৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইয়া থাকিতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকিত না; (এরূপ ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনায় আল্লাহ নাফরমানী যেন না করিয়া বসি সেই উদ্দেশ্যে) আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, ছিন্নমুষ্ক—খাসী হইয়া গেলে ভাল হয় নাকি? তদুত্তরে হযরত (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ কার্য্য হইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিলেন।

২০০৫। **হাদীছ ঃ**— সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওসমান ইবনে মজ্‌উন (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিয়া ছিলেন সংসার ত্যাগী—সন্ন্যাস-জীবন-যাপন করার। কিন্তু তিনি সেই অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই। হযরত (দঃ) যদি তাঁহাকে উহার অনুমতি দিতেন তবে আমরা (ঐরূপ জীবন অবলম্বন করার জন্য) খাসী হইয়া যাইতাম।

২০০৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিভিন্ন দেশে) জেহাদ করিতে যাইয়া থাকিতাম আমাদের (অনেকের) স্ত্রী ছিল না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা খাসি হইয়া গেলে ভাল হয় না কি? নবী (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

২০০৭। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার যৌন উত্তেজনার আশঙ্কা হয়, অথচ বিবাহ করার সামর্থ্য আমার নাই। আমি ত নিঃসম্বল নিঃস্ব। হযরত (দঃ) আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না, চুপ থাকিলেন। আমি আমার কথা পর পর তিন বার বলিলাম। হযরত (দঃ) চুপই থাকিলেন। চতুর্থবার আবার বলিলে হযরত (দঃ) (আমার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী উত্তর দিলেন এবং) বলিলেন, তোমার কার্য্যক্রম সবই তোমার অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে; ইহা জানিবার পর এখন খাসী হইয়া যাওয়া অবলম্বন করা বা না করা তুমিই ভাবিয়া দেখ।

ব্যাখ্যা ঃ—তক্‌দীর—নিয়তি বা অদৃষ্ট বাস্তব সত্য এবং উহার বাস্তবতাকে অটল অনঢ়রূপে বিশ্বাস করা ইসলাম ও ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু ইহার বাস্তবতা মানুষকে জ্ঞাত করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, কতিপয় ক্ষেত্রে সে ইহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুটা উপকৃত হয়। যেমন—কাহারও কোন

মহব্বতের বস্তু তাহার হাত-ছাড়া হইয়া গেলে স্বাভাবিক ভাবে একটা অধীরতা ও অস্থিরতার ঢেউ তাহার উপর আসিবে; সেই ঢেউ-এর তলায় নিমজ্জিত হইয়া যেন সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করে, সে যেন তার তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর পূর্ব্বক শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িবার সুযোগ পাইয়া জীবন বাঁচাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন দীন বা দুনিয়ার কোন আশঙ্কা বা ক্ষতির ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলে তখন নানা রকম রক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক; সেই অবস্থায় কোন শরীয়ত বিরোধী-রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইলে তখন ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্পর্কে তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত শরীয়ত বিরোধী কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

বলাবাহুল্য—তক্দীর বা নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে পালাইয়া থাকা বা স্বেচ্ছাচারিতার ময়দানে অগ্রসর হওয়া তক্দীর ও নিয়তির মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধিক স্ত্রী গ্রহণ

২০০৮। হাদীছ ঃ—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী পত্নী উম্মুল-মোমেনীন মাইমূনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জানাযায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, দেখ—তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নী, অতএব তাঁহাকে বহন করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। হেলাইয়া দোলাইয়া আন্দোলিত করিয়া বহন করিবে না। নেহাৎ মোলায়েমভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবে।

(জিবদ্দশায় নবী (দঃ) তাঁহাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নয় পত্নী ছিলেন; সকলের প্রতি তিনি সমভাবে যত্নবান থাকিতেন। এমনকি সকলের গৃহ-নিবাসে পর্য্যন্ত সমতা বজায় রাখিতেন; অবশ্য একজন (—তিনি নিজের হক্ আয়েশার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—এক সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নয় পত্নী ছিল—ইহা নবীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল; অন্য কেহ এক সঙ্গে চার স্ত্রীর অধিক রাখিতে পারে না—তাহা হারাম।

একাধিক স্ত্রী রাখা শরীয়তে জায়েয বটে, কিন্তু উহার দায়িত্ব অনেক বেশী।

হাদীছ—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল এবং সে তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলে নাই সে কেয়ামতের দিন অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশর-ময়দানে আসিবে। (মেশকাত শরীফ ২৭৯)

বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা

২০০৯। **হাদীছ**ঃ—আবু হোযায়ফা (রাঃ) যিনি বদর জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন—তিনি সালেম (রাঃ) নামক একজন ক্রীতদাসকে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে পালক পুত্র বানাইয়াছিলেন।

আবু হোযায়ফা (রাঃ) সালেমকে বিবাহ করাইলেন আপন ভাইঝি হিন্দাকে। অথচ সালেম মদিনাবাসীনী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন।

অন্ধকার যুগের রীতি ছিল পালক পুত্রকে আপন পুত্রই গণ্য করা হইত। পালনকারীকেই পিতা বলা হইত (এবং তাহার স্ত্রীকে প্রকৃত মাতা গণ্য করা হইত—মাতা ও পুত্রের ন্যায়ই পরস্পর আচার-ব্যবহার চলিত।) এমনকি পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারও লাভ হইত।

যখন (২১ পাঃ ছুরা আহযাবের ৫ নং) আয়াত (যাহার আলোচনা ১৯৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় হইয়াছে) নাযেল হইল যে—"পালক পুত্রদিগকে তাহাদের জন্মদাতা পিতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখিতে হইবে ; পালনকারীর সঙ্গে শুধু ধর্ম্মীয় ভ্রাতৃত্ব বা ক্রীতদাসের সম্পর্ক থাকিবে। (অতএব পালকপুত্র পালনকারীর স্ত্রী-কন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে বেগানা পুরুষ পরিগণিত হইবে।)

তখন আবু হোযায়ফার স্ত্রী সাহ্লা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা ত সালেমকে আপন পুত্রই গণ্য করিতাম। (এমনকি সে আমার এবং আবু হোযায়ফার সঙ্গে একই গৃহে বসবাস করিয়া আসিতেছে। পুত্র মাতাকে যেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পারে সে আমাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া থাকে।) এখন ত পবিত্র কোরআনে (পালক পুত্র সম্পর্কে) যে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন।

এই হাদীছের আরও ঘটনা আছে।

ব্যাখ্যা—ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছটির অবশিষ্ট অংশের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করিয়াছেন ; উল্লেখ করেন নাই। আবু দাউদ শরীফে ঐ অংশ উল্লেখ আছে—"সাহলা (রাঃ) নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সমস্যার কি সমাধান আপনি দান করেন ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার স্তনের দুধ তাহাকে পান করাইবার ব্যবস্থা কর। সেমতে তিনি সালেম (রাঃ)কে পাঁচবার দুধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে সালেম (রাঃ) তাঁহার দুধ-পুত্র গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা হইল।"

দুই বৎসরের উর্দ্ধ বয়সে সাধারণতঃ স্তনের দুধ পান করানো জায়েযও নহে এবং উহা দ্বারা দুগ্ধপান সম্পর্কীয় মাতা-পুত্রের সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আলোচ্য ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদিক দিয়া স্বতন্ত্র ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ প্রদত্ত

বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি ঐ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন স্বরূপ এই সুযোগ প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রযোয্য হইবে না।

● বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা দ্বীন ও ধর্ম্মের দিক দিয়া ত অপরিহার্য্য। অমোসলেমের সহিত মোসলমানের বিবাহ হইতে পারিবে না—ইহা সকল ইমামগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

হানাফী মজহাব মতে বংশের সমতাও প্রয়োজন। অবশ্য ওলী—মুরব্বীগণ যদি সমতার দাবী ত্যাগ করিয়া নীচ বংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয় তবে তাহা বৈধ গণ্য হইবে। আলোচ্য ঘটনায় সেইরূপই হইয়াছে।

সালেম (রাঃ) ক্রীতদাস ছিলেন যাহার মান অতি নিম্নে; তাঁহার সঙ্গে হিন্দার বিবাহ হইয়াছিল—তিনি ছিলেন কোরায়েশ বংশীয়া কন্যা; তাঁহার ওলী-মুরব্বিগণ ইহাতে সম্মত না হইলে এই বিবাহ বাধ্যতামুলক সুদৃঢ় হইত না।

নারীদের জন্য ভাল গুণ

২০১০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আরববাসীদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয়া নারীগণ উত্তম, কারণ তাহারা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহশীলা এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অধিক যত্নবান হইয়া থাকে।

২০১১। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে (সাধারণতঃ) চার প্রকার গুণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে—তাহার ধন-সম্পত্তির প্রতি, তাহার বংশের প্রতি, তাহার রূপের প্রতি এবং তাহার দ্বীনদারীর প্রতি। তুমি কিন্তু দ্বীনদার রমণী লাভে সচেষ্ট হইও, নতুবা তুমি কপাল পোড়া।

অনিষ্ট ও ধ্বংস আনয়নকারীণী নারী

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের এক শ্রেণীর স্ত্রী-পুত্র তোমাদের পক্ষে শত্রু স্বরূপ; তোমরা তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিও"। (২৮ পারা—ছুরা তাগাবুন)

যে সব স্ত্রী-পুত্র আল্লাহ তায়ালার নাফরমান সেই সব স্ত্রীপুত্র শুধু শত্রু তুল্যই নহে, বরং বস্তুতঃ তাহারা মহা শত্রু; তাহাদের মায়াজাল, তাহাদের আকর্ষণ, তাহাদের পরিবেশ পরকাল বিনষ্টকারী হয়, আল্লাহ তায়ালার গজব আনয়নকারী হয়; এত বড় ক্ষতিসাধনকারী শত্রুই পরম শত্রু ও মহা শত্রু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়াছেন। তাই স্ত্রী গ্রহণে এবং ছেলে-মেয়ের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষায় এবং তাহাদের জীবন ধারা গড়িয়া তোলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

২০১২। হাদীছ ঃ— عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى

الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ ঃ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে (দ্বীন বিনষ্টকারী এবং মানুষকে বিপথগামী করার বহু সূত্রই সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষতিসাধনকারী বস্তুর মধ্যে) পুরুষদের জন্য নারীগণই হইবে সর্ব্বাধিক ক্ষতিকারিণী—পুরুষদের জন্য নারীদের সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোন কিছু হইবে না।

এক সঙ্গে চার বিবাহের অধিক নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ

"পছন্দ মোতাবেক হালাল রমণী বিবাহ করিতে পার—এক হইতে চার জন।" আল্লাহ তায়ালা একত্রে স্ত্রী গ্রহণের সীমা চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের তফছীরে ইমাম জয়নুল আবেদীন বলিয়াছেন, একজন পুরুষের পক্ষে দুই বা তিন বা চার জন পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ বৈধ।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন,

ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته "মা যেরূপ ছেলের জন্য হারাম, মেয়ে যেরূপ পিতার জন্য হারাম, ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতার জন্য হারাম—চার-এর অধিক গৃহীত স্ত্রীও স্বামীর জন্য তদ্রূপ হারাম।" (৭৬৬ পৃষ্ঠা)

দুধ-মাতা ও তাহার আত্মীয়

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“তোমাদের দুধমাতাগণ যাহারা তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে তোমাদের জন্য হারাম এবং দুগ্ধপান সম্পর্কীয় ভগ্নীগণও তোমাদের জন্য হারাম।”

২০১৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে ছিলেন এমতাবস্থায় আয়েশা (রাঃ) একজন লোকের শব্দ শুনিতে পাইলেন সে উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি হযরত (দঃ)কে বলিলাম, ঐ দেখুন। আপনার গৃহে প্রবেশের জন্য একজন বেগানা পুরুষ অনুমতি চাহিতেছে। তদুত্তরে হযরত (দঃ) হাফ্ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মনে হয়—সেই ব্যক্তি হইবে। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এক মৃত দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে সে আমার নিকট আসিতে পারিত কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ আসিতে পারিত, কারণ জন্মগত সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্রম গণ্য হয় দুধপান সম্পর্কের দরুণও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়গণ মাহ্রম গণ্য হইবে।

২০১৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে প্রস্তাব পেশ করা হইল, আপনি স্বীয় চাচা হাম্যার মেয়েকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ত আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। (হাম্যা (রাঃ) হযরতের দুধ-ভ্রাতা ছিলেন।)

২০১৫। হাদীছ ঃ—(হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-হাবীবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে পরিহাস স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমি আরও বিবাহ করি) ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট? তিনি বলিলেন, সন্তুষ্ট ত আছিই। কারণ, আমি আপনার স্ত্রী-পদে একা নহি, আরও স্ত্রী আছে। অতএব সৌভাগ্য লাভে অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে আমার ভগ্নী শামিল হউক তাহা আমার অবশ্যই কাম্য।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা আমার জন্য জায়েয নহে। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলিলেন, আমরা ত এরূপ আলোচনা শুনিতেছি, আপনি আবু ছালামার মেয়েকে বিবাহ করিবেন। তখন হযরত (দঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মে-ছালামার উরসজাত মেয়েটি ? উম্মে-হাবিবা বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমতঃ ঐ মেয়েটি আমার স্ত্রী উম্মে-ছালামার উরসজাত (—তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষের মেয়ে—সুতরাং সে আমার পক্ষে হারাম।) এতদ্ভিন্ন সে আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। ঐ মেয়েটির পিতা আবু ছালামাকে এবং আমাকে—আমাদের উভয়কে ছুওয়ায়বাহ্ দুগ্ধপান করাইয়া ছিলেন।

হযরত (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন, তোমরা কখনও উরসজাত মেয়েদেরকে বা তোমাদের ভগ্নীদেরকে আমার বিবাহের জন্য পেশ করিও না।

দুগ্ধপান দুই বৎসর বয়সের পরে হইলে ?

২০১৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন। তথায় এক জন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে তথায় দেখিলে পর হযরতের চেহারার উপর কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। আয়েশা (রাঃ) তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, এই লোকটি আমার দুধ-ভাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুধ-ভাই (ইত্যাদি) বলিতে বিশেষ চিন্তা ও সতর্কতার সহিত বলিতে হইবে। দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য শর্ত হইল—মায়ের দুগ্ধ খাদ্য ও আহাররূপে গৃহীত হওয়ার (বয়সে তথা দুই বৎসর) বয়সের মধ্যে দুগ্ধ পান করা। (অন্যথায় দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না।)

২০১৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নারীদের পক্ষে বেগানা পুরুষ হইতে পর্দ্দা করার হুকুম প্রবর্ত্তীত হওয়ার পরের ঘটনা :—একদা আবুল কোয়ায়েসের ভ্রাতা আফ্‌লাহ নামক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিবার অনুমতি চাহিল ; আমি তাহাকে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলাম। সে বলিল, আপনি আমার সঙ্গে পর্দ্দা করেন ? আমি ত আপনার চাচা ! আমি বলিলাম, তাহা কিরূপে ? সে বলিল, আমার ভ্রাতা-বধূ আমার ভ্রাতার সংস্পর্শে সৃষ্ট দুগ্ধ আপনাকে পান করাইয়াছিল। আমি বলিলাম, হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে আমি অনুমতি দিব না। কারণ তাহার ভ্রাতা-বধূ আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ত আমাকে দুগ্ধ পান করায় নাই ; (সে আমার চাচা হইবে কেন ?)

অতঃপর হযরত নবী (দঃ) গৃহে তশরীফ আনিলে পর আমি তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, আমি তাহাকে অনুমতি দেই নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার চাচাকে সম্মুখে আসিবার অনুমতি দানে বাধা কি ছিল ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমাকে পুরুষ—আবুল কোয়ায়েশ ত দুগ্ধ পান করায় নাই, তাহার স্ত্রী

আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন "আফ্‌লাহ" তোমার চাচা তাহাকে তুমি অনুমতি দিও। এই জন্যই আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, এসব সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্‌রম গণ্য হয় দুগ্ধ পানের সম্পর্কেও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়কে মাহ্‌রম গণ্য করিও।

নিষিদ্ধ বিবাহ

২০১৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—বংশ সম্পর্কের দরুণ সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম। (মা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি) আর বিবাহ-সূত্রের কারণে (ও দুধ-সম্পর্কের দরুণ) সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হয়। (দুধ-মা, দুধ-ভগ্নি, নিজের স্ত্রীর মা, ব্যবহৃত স্ত্রীর কন্যা, প্রকৃত ছেলের বিবাহিতা, নিজ স্ত্রী থাকাবস্থায় তাহার ভগ্নি, পিতা-দাদা-নানার বিবাহিতা।)

এই সব মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া ৫ পারা ছুরা নেছার ২৩নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সর্বশেষটি ২২নং আয়াতে আছে।

মছ্‌আলাহ ঃ শ্বাশুড়ীর সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়—ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইমরান ইবনে হোছায়ন (রাঃ) এবং জাবের ইবনে যায়েদ (রঃ) ও হাসান বছরী (রঃ) তাঁহারা সকলেই এই মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

এমনকি হানফী মজহাব মতে কামভাবের সহিত শ্বাশুড়ীর গায়ে হাত লাগাইলেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়।

২০১৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরস্পর খালা এবং বোনঝি, ফুফু এবং ভাইঝি একত্রে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

২০২০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মেয়েকে তাহার ফুফুর সঙ্গে বা তাহার খালার সঙ্গে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

কোন ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান স্ত্রীর ফুফু বা ভাইঝিকে কিম্বা সেই স্ত্রীর খালা বা বোনঝিকে বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে সেই বিবাহ বাতেল সাব্যস্ত হইবে। অতএব তাহার সঙ্গে মেলামেশা বেগানা নারীর সঙ্গে মেলামেশার ন্যায় হারাম হইবে।

২০২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, আমরা একে অপরের নিকট স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিব এবং প্রত্যেকের নিজ কন্যা তাহার বিবাহের মহর দেওয়া হইবে না।

মোতা-নেকাহ নিষিদ্ধ

২০২২। হাদীছ:—আলী (রাঃ) আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের সময় কোন এক উপলক্ষে পোষিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মোতা-নেকাহ—অস্থায়ী বিবাহকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—আলোচ্য হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম বোখারী (রঃ) মোতা-নেকাহের স্বপক্ষের হাদীছ বর্ণনা করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) হইতে আলী (রাঃ) সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন যে, মোতা-নেকাহের অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল বটে, কিন্তু পরে স্বয়ং নবী (দঃ)ই উহা মনছুখ বা রহিত ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছখানা অতি চমৎকার ; হাদীছখানা আলী (রাঃ) কর্ত্তৃক বিশেষভাবে বর্ণিত। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভক্ত বলিয়া দাবী করে ; অথচ তাহারা মোতা-নেকাহের পক্ষপাতি।

নেক্‌কার ব্যক্তির নিকট নারী স্বয়ং স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে

২০২৩। হাদীছ:—বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তাঁহার এক কন্যা উপস্থিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক মহিলা উপস্থিত হইল এবং হযরতের সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে আরজ করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে গ্রহণ করার আবশ্যক আপনার আছে কি?

ঘটনা শুনিয়া আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা বলিয়া উঠিল, কি খারাপ কথা! কি খারাপ কথা!! মেয়ে লোকটি কি বেশরম ছিল। আনাছ (রাঃ) তাঁহার মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ঐ মেয়ে লোকটি তোর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি খায়েশ করিয়া নিজেকে তাঁহার চরণে পেশ করিয়াছিল।

২০২৪। হাদীছ:—সাহল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি মহিলা উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি আমাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের হাওয়ালা করিলাম—আপনাকে আমায় প্রদান করার উদ্দেশ্যেই আমি হাজির হইয়াছি। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, অধিক স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা ও আবশ্যক বর্ত্তমানে

আমার নাই। তখন ছাহাবীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না থাকিলে আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দেন। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট মহরের জন্য কোন বস্তু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছুই নাই। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী যাইয়া দেখ, কোন বস্তু পাও কি না? সে বাড়ী গেল অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোন কিছুই পাইলাম না। হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনঃ যাইয়া তালাশ কর এবং একটি লোহার অঙ্গুরী হইলেও উহা নিয়া আস। সে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোহার অঙ্গুরীও জুটিল না, অবশ্য আমার পরিধেয় এই লুঙ্গিটি আছে। ইহার অর্দ্ধাংশের মালিক আমি স্ত্রীকে বানাইতে পারি। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লুঙ্গি ব্যতীত গা ঢাকিবার মত দ্বিতীয় আর একখানা কাপড়ও তাহার ছিল না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই লুঙ্গির মালিক হইয়া তাহার লাভ কি হইবে? ইহা তুমি পরিধান করিলে তাহার ভাগে কিছু থাকিবে না। আর সে পরিধান করিলে তোমার ভাগে কিছু থাকিবে না।

অতঃপর ঐ ছাহাবী হযরতের মজলিশে বসিয়া রহিল। অনেক সময় বসিয়া থাকার পর লোকটি তথা হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন শরীফ কতটুকু তোমার স্মরণ আছে? সে ব্যক্তি কতিপয় ছুরার নাম গণনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব ছুরা মুখস্থ পড়িতে পার কি? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—যাও; তোমার নিকট পবিত্র কোরআনের যে দৌলত রহিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া (নগদ মহর ব্যতীরেকেই) এই রমণীটিকে তোমার বিবাহ-বন্ধনে দিয়া দিলাম।

নিজ কন্যা বা ভগ্নীর জন্য নেক লোকের নিকট নিজেই বিবাহ প্রস্তাব পেশ করা

২০২৫। হাদীছঃ – আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতা বিশিষ্ট ছাহাবী খোনায়েছ ইবনে হোজাফাহ্ (রাঃ) মদীনায় ইহকাল ত্যাগ করিলে ওমর কন্যা হাফ্ছাহ্ (রাঃ) বিধবা হন। সেই সময়ের ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ওসমান (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া আমার বিধবা মেয়ে হাফ্ছার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, এই সম্পর্কে চিন্তা করিব। কতেক দিন পর বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার বিবাহ না করারই ইচ্ছা। ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর সিদ্দিকের

নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বিধবা মেয়ে হাফ্ছাহ্কে আপনার বিবাহে দিয়া দিব। আবু বকর চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তরই দিলেন না। আমি ওসমানের প্রতি যতটুকু মন-ক্ষুন্ন হইয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক মন-ক্ষুন্ন হইলাম আবু বকরের প্রতি। কিছু দিন গত হইলে পর হযরত রসুলুল্লাহ (দ.) স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে হাফ্ছার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আমি হযরতের সঙ্গে হাফ্ছার বিবাহ দিয়া দিলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, বোধ হয় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন আমি আপনার কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে কোন উত্তর দেই নাই। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম হাঁ—অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর দেওয়ার মধ্যে বাধা ছিল। ঐ সময় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্ছাহ্ সম্পর্কে আলাপ করিয়াছেন। কিন্তু আমি হযরতের গোপন কথা তখন প্রকাশ করা ভাল মনে করি নাই। যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্ছাহ্কে বিবাহ করার ইচ্ছা ত্যাগ করিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিতাম।

ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিধবা নারীর বিবাহ প্রস্তাব নিষিদ্ধ, হাঁ—ইঙ্গিত ইশারা করা যায়

আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ......وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۔

“বিধবা নারীদের বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলিলে বা (ইদ্দৎ শেষে বিবাহ করা সম্পর্কে) মনের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করিলে তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা ঐ নারীদের আলোচনা অবশ্যই করিবে। (তাই তিনি এই ব্যাপারে কিছু অবকাশ দিয়াছেন।) কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিবাহের পাকা পোক্তা কথা বলিও না, এবং ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করার ইচ্ছাও করিও না; স্মরণ ও একিন রাখিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের ইচ্ছাও অবগত থাকেন। অতএব, (শরীয়ত বিরোধী ইচ্ছা পোষণ করিতে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা দয়ালু এবং সহনশীল (তাই সব ক্ষেত্রে যখন তখন ধর-পাকাড় হয় না; ইহাতে তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হইও না। ২ পারা—১৪ রুকু)

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীর করতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যেমন এরূপ বলা, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা রাখি। আমি এক জন নেককার মহিলা লাভ করার খাহেশ রাখি!

কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ) উক্ত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীরে বলিয়াছেন, যেমন ঐ বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা যে, আমার নজরে তোমার মর্য্যাদা আছে, তোমার প্রতি আমার মনের টান আছে, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, এতটুকু বলিতে পার যে, আমার একজন স্ত্রীর আবশ্যক আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আল্লার রহমতে তুমি অচল নও—এই ধরণের কথা পুরুষের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। আর নারীর পক্ষ হইতেও স্বয়ং নারী বা তাহার কোন মুরব্বি ইদ্দতের মধ্যে স্পষ্টরূপে বিবাহের প্রস্তাব বা আলাপ আলোচনা করিবে না।' অবশ্য কোন পুরুষের ইশারা ইঙ্গিতের উত্তরে এতটুকু বলিতে পারে যে, আপনার কথা আমি শুনিয়া রাখিলাম।

নাবালেগ মেয়ের বিবাহ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ......وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ

"যে সব নারী ঋতু আসার সম্ভাবনার বয়স অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত রমণীর এখনও ঋতু আসে নাই—উভয়ের (তালাকের) ইদ্দৎ তিন মাস। (২৮ পারা—ছুরা তালাক)

এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমণীর তালাকের ইদ্দৎ বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, তাহার বিবাহেরও অবকাশ রহিয়াছে, নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দৎ কোথা হইতে আসিবে ?

২০২৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল এবং তাঁহার রোখ্‌ছতী তথা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে নয় বৎসর বয়সে, আর হযরতের সঙ্গে তিনি নয় বৎসর কাল অবস্থান করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। (সেমতে তাঁহার আঠার বৎসর বয়সে হযরত (দঃ) ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বে-আইনী সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বে-আইনী বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহ্‌রীফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন যাহা ইহুদী নাছারাগণ করিয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু আদি হইতেই জানেন! তাঁহার প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের নামই হইল শরীয়ত। কোন প্রকার যুক্তি বা উপকার

অপকার ইত্যাদির বুলি আওড়াইয়া শরীয়তের তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করার শামিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআন ও হাদীছ দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমানিত করিয়াছেন। ইহাকে বে-আইনী করা বস্তুতঃ শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার বান্দাদের জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা। যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমল করিয়াছিলেন, অতএব, এই অনুমোদনকে দুষণীয় সাব্যস্ত করা রসুলের কার্য্যকে দুষণীয় সাব্যস্ত করারই শামিল !

কুমারী ও বিবাহিতা উভয়ের বিবাহে তাহাদের সম্মতি আবশ্যক

২০২৭। ছাদীছ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه حدثهم

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার বিবাহ হইয়াছে এরূপ নারীকে (দ্বিতীয়বার) বিবাহ দানে তাহার স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেই এবং কুমারীকে বিবাহ দানেও তাহার সম্মতি লইতে হইবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, কুমারীর (মুখে সম্মতি প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবে, অতএব তাহার) সম্মতি লাভের উপায় কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর তাহার চুপ থাকাই তাহার পক্ষে সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৮। ছাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলিলেন, কুমারী মেয়ে বিবাহের সম্মতি মুখে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, (বিবাহের কথা পেশ করার উপর) তাহার চুপ থাকাই তাহার সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৯। হাদীছ :—খান্‌ছা বিন্‌তে খেজাম (রাঃ) মদীনাবাসীনী নারী ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বিবাহিতা ছিলেন, পরবর্ত্তী বিবাহকালে তাঁহার

পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়া দেন, অথচ তিনি সেই বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। হযরত (দঃ) সেই বিবাহ বাতিল সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

একজনের বিবাহ প্রস্তাবের উপর অপরজন সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখিবে না

২০৩০। ছাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—একজন ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চালাইতেছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিবেনা। একজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ প্রস্তাব রাখিবে না। যাবৎ না প্রথম জন নিজের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া যায় অথবা সে অপর জনকে প্রস্তাব রাখার অনুমতি দেয়।

নগদ টাকা ভিন্ন অন্য বস্তুও মহর হইতে পারে

২০৩১। ছাদীছঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন—একটি লোহার অঙ্গুরী (মহররূপে) দিয়া হইলেও তুমি বিবাহ কর।

বিবাহ উপলক্ষে "দুফ"* বাজান

২০৩২। ছাদীছঃ—মোয়া'ওয়েজের কন্যা রুবাইয়ে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাসর-রাত উপলক্ষে হযরত নবী (দঃ) আমাদের গৃহে আমার সন্নিকটে আসিয়া বসিলেন, তখন কতিপয় ছোট ছোট মেয়ে দুফ বাজাইতেছিল এবং বদরের জেহাদে আমার পুর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের শোকগাথা পাঠ করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি মেয়ে অন্য একটি পংক্তি পড়িল যাহার অর্থ ছিল—"আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি অগ্রিম খবর জানিয়া থাকেন।" হযরত (দঃ) তাহার এই উক্তিতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা পূর্ব্ব হইতে যে শোকগাথা পাঠ করিতেছিলে তাহাই কর এই উক্তি ছাড়।

বিবাহের শর্তাবলী পূরণ করা

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মোসলমানদের কর্ত্তব্য, স্বীয় হক্ বুঝিয়া পাইলে শর্ত্ত পূরণ করা।

---

* দুফ—এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ঢোল যাহার এক দিকে চামড়া থাকে অপর দিক খোলা থাকে।

২০৩৩। হাদীছ :— عن عقبة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ

اَنْ تُوْفُوْا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهٖ الْفُرُوْجَ

অর্থ—ওক্‌বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন রমণীকে হালাল করা উপলক্ষে যে শর্ত করা হয় সেই শ্রেণীর শর্ত্তগুলি পূর্ণ করা সর্ব্বাধিক অগ্রগণ্য।

ব্যাখ্যা :—বিবাহের সময় কন্যার পক্ষ হইতে বরের উপর যে সব শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে ঐগুলি পূর্ণ করার প্রতিই নবী (দঃ) অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ ঐ শ্রেণীর শর্ত্তগুলি কাবিননামারূপে লিখিত হওয়া এবং ওয়াদা অঙ্গীকাররূপে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সবের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নতেরই বরখেলাফ নহে শুধু; বরং তাঁহার নির্দ্দেশেরও বরখেলাফ।

এই শ্রেণীর শর্ত্ত যদি দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী বা শরীয়ত নিষিদ্ধ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করিবেই। হাঁ—যদি ঐরূপ হয় তবে তাহা পূরণ করা আবশ্যকীয় নহে বা জায়েযই নহে, কিন্তু ঐরূপ শর্ত্তের স্বীকৃতি প্রদান দোষ বা গোনাহ মুক্ত হইবে না।

২০৩৪। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْاَلُ طَلَاقَ

اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীর পক্ষে ইহা জায়েয ও হালাল নহে যে, সে তাহার মোছলমান ভগ্নীর তালাকের দাবী করে; নিজে একা সর্ব্বাধিকারীনী হওয়ার জন্য। তাহার লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেকে নিজ তক্‌দীর পরিমাণ সুখই ভোগ করিবে।

ব্যাখ্যা :—পরবর্ত্তী বিবাহ উপলক্ষে যে পূর্ব্ব স্ত্রীর তালাকের দাবী বা শর্ত্ত করা হয় সে সম্পর্কেই হযরত নবী (দঃ) এই কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বামী কর্ত্তৃক তালাক দেওয়া হইলে সেই তালাক হইয়া যাইবে অবশ্যই, কিন্তু যাহাদের দাবী ও শর্ত্তে উহা হইয়াছে তাহারা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিঘোষিত হালাল নয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার দোষে দূষী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তালাক দেওয়ার শুধু শর্ত্ত করা হইয়া থাকে তবে সেই শর্ত্ত পুরা করিবে না।

ফরাশ—বিছানার চাদর ইত্যাদি সজ্জার বস্তু মহিলাদের জন্য

২০৩৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গৃহে ফরাশের চাদর আছে কি ? আমি আরজ করিলাম, আমাদের সেইরূপ সংস্থা-সুযোগ কোথায় !

নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিলেন, তোমাদের সেইরূপ অবকাশ হইবে এবং তোমরা ফরাশের চাদর (ইত্যাদি সাজ-সজ্জার আসবাব) সংগ্রহ করিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই—আমারেই গৃহে আমার স্ত্রী ফরাশের চাদর সংগ্রহ করিয়াছে ! আমি স্ত্রীকে বলিয়া থাকি, তোমার ফরাশের চাদরগুলি আমার সম্মুখ হইতে দুর কর। সে উত্তরে বলে, নবী (দঃ) ত ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন- ইহা তোমাদের হইবে। এই উত্তরে আমি চুপ থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ—অনাড়ম্বর সরলতা প্রিয় জীবন-ব্যবস্থাই ইসলামের নীতি। নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণের জিন্দেগী অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কালের আবর্ত্তনে মোসলমানদের মধ্যে সেই সরলতা থাকিবে না—নবী (দঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন এবং উহাকে তিনি নাপছন্দরূপেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাহাবী জাবের (রাঃ) তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন, তাই নিজ গৃহে ফরাশের চাদরের প্রতি অনীহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু উহা যেহেতু প্রয়োজনের সীমাভুক্ত ছিল এবং স্ত্রী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার বাহ্যিক সূত্র ধরিয়া এক গুঁয়েমী করায় জাবের (রাঃ) ক্ষান্ত রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ধনী লোকেরা গৃহে যেরূপ আড়ম্বর পুর্ণ এবং অযথা ব্যয়ের সাজ-সজ্জা করিয়া থাকেন তাহা দেখিলে ভীতি সৃষ্টি হয় যে, এই অপব্যয়ের হিসাব তাঁহারা কেয়ামতের কঠিন দিনে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বরাবরে কিরূপে দিবেন ?

আল্লাহ তায়ালা ত পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন—“নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।”

আলোচ্য হাদীছে যে সামান্য ফরাশের অবকাশ বুঝা যায় উহাকেও ইমাম বোখারী (রঃ) মেয়েলী স্বভাব-সুলভের মন রক্ষার উপর সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ—“দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দৃষ্টে ফিরিয়া আসা” পরিচ্ছেদে আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘটনা বিশেষ আদর্শ মূলক দৃষ্টান্ত।

কনেকে বর সমীপে সমর্পণ

২০৩৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা এক বিবাহে কনেকে মদীনাবাসী বর সমীপে সমর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সেই

উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তোমাদের নিকট আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা ছিল না কি ? মদিনাবাসীরা আমোদ-প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ— বিবাহে বর-কনের আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা করাকে ইসলাম অবকাশ দেয়। উহা যে, কি পরিমাণে হইবে তাহা ছাহাবীগণের জিন্দেগীর ইতিহাসেই পরিমিত হয়।

অধুনা বিশেষতঃ শহর-বন্দরে ধনী লোকদের বিবাহে যে সব হারাম ও অপব্যেয়ের আমোদ-আনন্দ করা হয় উহা জায়েয করার জন্য আলোচ্য হাদীছকে উপস্থিত করা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের অবমাননা বই নহে। এরূপ করিলে তাহা ভিন্ন গোনাহ এবং বড় গোনাহ হইবে।

নব বিবাহিতকে উপলক্ষ করিয়া খাদ্য সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া

২০৩৭। হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত নব বিবাহিত হইলেন। সেই উপলক্ষে (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েম আমাকে বলিলেন, এই সময় আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কিছু হাদিয়া পাঠাইলে ভাল হইত। আমিও বলিলাম, তাহাই করুন। সে মতে তিনি খুরমা, ঘি ও পনীর একত্রিত করিয়া একটি পাত্রে (ফিরনীর ন্যায়) 'পায়েস' তৈরী করিলেন এবং আমাকে দিয়া উহা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা লইয়া আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা রাখিয়া দাও, তারপর হযরত (দঃ) কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাদিকে এবং এতদ্ভিন্ন যাহার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয় সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, হযরতের গৃহ আগন্তুকদের দ্বারা পরিপুর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হযরত (দঃ)কে দেখিলাম, উক্ত ফিরনীর মধ্যে স্বীয় হাত রাখিয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং দশ দশজন করিয়া আন্দরে ডাকিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) সকলকে বলিয়া দিতেন বিছ্‌মিল্লাহ বলিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে। এইভাবে উপস্থিত সকলেই তৃপ্ত হইয়া খাইতে পারিল।

স্ত্রীসহবাস কালের দোয়া

২০৩৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে উদ্যত হইয়া যদি এই দোয়াটি পড়িয়া নেয়—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নেব্‌নিশ্‌-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্‌-শায়তানা মা-রাযাক্তানা।

“আল্লার নামের বরকৎ লইয়া আরম্ভ ; হে আল্লাহ্ ! শয়তান যেন আমার নিকট আসিতে না পারে এবং আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করিবা তাহাকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।”

যদি এই দোয়াটি (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পড়িয়া নেয় তারপর তাহাদের এই মিলনে কোন সন্তানের জন্ম লাভ হয় তবে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

‘ওলিমা’ বা শাদী উপলক্ষে বরের পক্ষ কর্ত্তৃক খানার ব্যবস্থা করা

২০৩৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বর-জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে খায়বর ও মদীনার মধ্য পথে একস্থানে তিন দিন অবস্থান করিলেন। তথায় ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার অনুষ্ঠিত বিবাহের রুছুমাত সম্পন্ন করা হইতে ছিল। সেই উপলক্ষে (হযরতের পক্ষ হইতে) আমি মোসলমান জমাতের সকলকে ওলিমার দাওয়াত করিয়াছিলাম। সেই দাওয়াতের মধ্যে রুটি-গোশ্‌ত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। হযরত (দঃ) দস্তরখান বিছাইবার আদেশ করিয়াছিলেন ; উহাতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের তরফ হইতে খুরমা, পনীর ও মাখন রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা একত্র করিয়া খাওয়া হইয়াছিল উহাই ছিল সেই ওলিমার খানা।

ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা

২০৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওলিমার দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হওয়া চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বিবাহের দাওয়াত এবং অন্যান্য দাওয়াতে রোযা অবস্থায়ও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন।

২০৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান ভাই-এর তরফ হইতে দাওয়াত করা হইলে তাহা গ্রহণ করিও।

২০৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়া থাকিতেন, যেই ওলিমার মধ্যে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয়, গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওলিমার খানা সর্ব্ব নিকৃষ্ট খানা।

(আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিতেন, বিনা কারণে কোন মোসলমান ভাই-এর) দাওয়াত অগ্রাহ্য করা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের তরিকার পরিপন্থি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ওলিমার দাওয়াত কত দিন পর্য্যন্ত চালানো যায় এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাত দিন এবং উহার কম-বেশও করা যায়। কারণ ওলিমা সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে উহাতে এক দিন বা দুই দিন ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং নিজ অভিরুচি অনুযায়ী করার অবকাশ আছে।

এসম্পর্কে আবুদাউদ শঃ, নেছায়ী শঃ তিরমিজি শঃ ইবনে-মাজাহ শঃ এবং আরও কেতাবে কতিপয় হাদীছ এই মর্ম্মে বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ওলিমার ব্যবস্থা এক দিন কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় দিন ভাল এবং উত্তম ও সুন্নত, তৃতীয় দিন রিয়া—লোক-দেখানো এবং ছোম্‌আ—সুখ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি এইরূপ হীন উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

ইমাম বোখারীর উপরোল্লেখিত মতামত এই সব হাদীছের পরিপন্থি নহে। এই সব হাদীছের উদ্দেশ্য—যে ব্যক্তি লোক-দেখানো বা খ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য বেশী দিন ওলিমার আড়ম্বর করে তাহার নিন্দা করা এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিতে চাহেন যে, ঐরূপ অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যদি না থাকে, বরং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদের প্রতি উদারতা বশে কিম্বা খানা খাওয়াইবার অভিরুচিতে যদি কেহ বেশী দিন ওলিমা করে তবে তাহাতে দোষ নাই।

ওলিমার খানা কোন বিবাহে বেশী কোন বিবাহে কম করা যায়*

২০৪৩। **হাদীছ** ঃ—ছাবেৎ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সম্মুখে উম্মুল-মোমেনীন জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার আলোচনা হইল। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে ওলিমার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহে হযরত (দঃ)কে সেইরূপ ওলিমার ব্যবস্থা করিতে দেখি নাই। হযরত (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে একটি বকরি জবেহ করিয়া ওলিমা করিয়াছিলেন।

২০৪৪। **হাদীছ** ঃ—ছফিয়া বিন্‌তে শায়বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার একজন স্ত্রীর বিবাহে শুধু মাত্র দুই মুদ্—দুই সের প্রায় যবের ছাতু দ্বারা ওলিমা করিয়াছিলেন।

---

* অর্থাৎ একাধিক বিবাহ করিলে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব, কিন্তু ওলিমা খাওয়াইবার মধ্যে ঐরূপ সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নহে।

দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দেখিলে ফিরিয়া আসিবে

● বিশিষ্ট ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এক দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া গৃহে ছবি দেখিতে পাইলেন। তদ্দরুণ তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

● ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র সালেমের বিবাহ উপলক্ষে অনেক লোককে দাওয়াত করিলেন, তন্মধ্যে অন্যান্য ছাহাবীগণের সঙ্গে ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও ছিলেন। মেহমানগণকে বসাইবার জন্য একটি গৃহে উহার ভিতরের দেওয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। দাওয়াতের লোক-জন, এমনকি ছাহাবীগণও একে একে তথায় আসিয়া বসিলেন। ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘরের ভিতরের দেওয়াল পর্দায় সুসজ্জিত দেখিয়া প্রবেশ করিলেন না। তখন আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে মেয়ে মহলের চাপ আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছিল। আবু আইউব (রাঃ) বলিলেন, মেয়ে মহলের চাপে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কা অন্য কাহার হইলেও আপনার সম্পর্কে ত কখনও তাহা হয় নাই ; খোদার কসম—আপনাদের এখানে আমি খানা খাইব না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। +

ব্যাখ্যা ঃ—ঘরের ভিতরে কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে দেওয়াল বা বেড়ায় পর্দা লটকাইয়া সুসজ্জিত করা হারাম নয় বটে, যদ্দরুণ তথায় উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবীগণ চুপ রহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহা অনাবশ্যক আড়ম্বর হওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় মক্রূহ্। এই শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারার ছয়লাব ও স্রোতে ভাষিয়াই জাতির পতন ঘটে; তাই কোন জাতির উত্থান ও উন্নতির সময় উহার কর্ণধারগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মোসলেম জাতির উত্থানের গোড়া-পত্তন হয় ছাহাবীগণের দ্বারা, তাই ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ) এই শ্রেণীর মক্রূহ্ বিষয়কেও বরদাশত করেন নাই। এবং এই সামান্য ব্যাপারেও মেয়ে মহলের চাপে পুরুষের প্রাবল্য বিনষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ায় তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং দাওয়াত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

আবু আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় জাতির কর্ণধারগণের এইরূপ কঠোরতা অবলম্বনের কারণেই মোসলেম জাতির উত্থান দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখনই মোসলমানদের মধ্যে ঐ বিষয়ের শিথিলতা আসিয়া গিয়াছে এবং তাহারা পরানুকরণে ঐ শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারায় লিপ্ত হইয়া চলিয়াছে তখনই তাহাদের অধঃপতন আসিয়াছে।

+ ঘটনার মূল বয়ানটি অতি সংক্ষেপে ইমাম বোখারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তরজমায় বিস্তারিত বিবরণ ফতহুলবারী কেতাব হইতে উদ্ধৃত।

নারীদের সহিত সহ্য ধৈর্য্য অবলম্বন করা

২০৪৫। **হাদীছ**:— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ

خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ

كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ -

অর্থ—অবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নারীদের (সঙ্গে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার অবলম্বন করা) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও নির্দ্দেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও। নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম নারী—আদি মাতা-হাওয়া) পাঁজরের (উর্দ্ধতম) হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড় সমূহের মধ্যে উর্দ্ধতম হাড় খানাই সর্ব্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে তৎপর হও যে, তুমি তোমার মন মত পূর্ণ সোজা না করিয়া ছাড়িবে না) তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি উহাকে তোমার মন মত পূর্ণ সোজা করায় তৎপর না হও, তবে অবশ্য উহার মধ্যে একটু বক্রতা থাকিবে, (কিন্তু ভাঙ্গিবে না—আস্ত থাকিবে, তুমি উহার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করিয়া নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।) সুতরাং পুনঃ বলিতেছি, নারীদের (সহিত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও আদেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও।

মোসলেম শরীফে বর্ণিত দুইটি হাদীছ আলোচ্য বিষয়ে অধিক স্পষ্ট, তাই উহা এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ

وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا -

"নারী তোমার মন মোতাবেক পূর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না, অতএব উহার দ্বারা লাভবান হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্থায়ই তুমি তাহা হইতে নিজের উপকার উদ্ধার করিও। যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে চেষ্টা কর তবে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। স্ত্রীকে তালাক দেওয়াই উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ।"

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ

"ঈমানদার স্বামী ঈমানদার স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী হইবে না। কারণ, স্ত্রীর কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট আসিলেও পুনঃ তাহার দ্বারাই এমন ব্যবহার পাইবে যাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হইবে।"

ব্যাখ্যা :—ফল হইতে উহার বীজ বাহির করিয়া অতঃপর ঐ বীজ হইতেই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পাঁজরের হাড় হইতে কোন প্রকার বীজ ও মূল পদার্থ বাহির করিয়া উহা হইতে আল্লাহ তায়ালা মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে উহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের এই তথ্য প্রকাশ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে একটি বিষয়ের প্রবোধ দিতেছেন যে, যেহেতু আদি মাতার সৃষ্টি বাঁকা বস্তু হইতে, তাই মাতৃজাতি—নারীদের মধ্যে কম-বেশী বক্রতা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। যেরূপ একটি টক ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষে এবং ঐ বৃক্ষের ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষের ফলের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত অম্লত্ব থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

নারীজাতি পুরুষের চিরসঙ্গীনি এবং পার্থিব জীবনে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের দরুন শুধু তাহাদেরই জীবন নরকে পরিণত হয় না, বরং গোটা পরিবারের জীবনই অশান্তিময় হইয়া পড়ে। তাই এই সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং স্বামীকেই বুঝ প্রবোধ দান করতঃ তাহার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। কারণ, দাম্পত্য জীবনে অধিক ক্ষমতার অধিকারী স্বামী; যাহার হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহার ঘাড়েই দায়িত্বের বোঝাও থাকিবে। সুতরাং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বামীকে অধিক ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে চাপ দিয়াছেন এবং স্বামীর সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্ত্রীর সহিত খোশ গল্প

২০৪৬। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গল্প শুনাইলেন। কোন এক অঞ্চলের) এগারজন মহিলা একত্রিত বসিয়া পরস্পর অঙ্গিকারে আবদ্ধা হইল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করিবে—তাহাতে কোন কিছু গোপন রাখিবে না।

প্রথমে একজন তাহার স্বামীর কুৎসা করিয়া বলিল— আমার স্বামী জীর্ণ শীর্ণ উটের গোশতের ন্যায়, (অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোন প্রকার কোমলতা ও মাধুর্য্য মোটেই নাই,) তদুপরি তাহার হইতে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পর্ব্বত

শৃঙ্গ অতিক্রম করা তুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হয়। সহজ সুলভতার অভাবে অল্পে-তুষ্টিও জুটে না এবং মাধুর্য্যের অভাবে কষ্ট ভোগ করিতেও মনে চায় না।

দ্বিতীয় জনও তাহার স্বামীর কুৎসাই করিল যে—আমি আমার স্বামীর কোন আলোচনাই করিতে চাই না; আমার ভয় হয়, আমি তাহার সকল প্রকার দোষগুলি ব্যক্ত করা শুরু করিলে ক্ষান্ত হইতে পারিব না।

তৃতীয় জনও কুৎসাই করিল যে—আমার স্বামী অত্যন্ত বদ-মেযাজ, বদ খাছ্‌লত। আমি কিছু বলিলে তালাক দিয়া দিবে, আর চুপ থাকিলে অভাব অভিযোগে আবদ্ধ জীবন-যাপন করিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ জন বলিল, আমার স্বামী খুব শান্ত মেযাজের—গরমও নয় চেতনাহীনও নয়। তাহার জন্য ভীতও থাকিতে হয় না এবং বিষন্ন হতাশও হইতে হয় না।

পঞ্চম জন বলিল, আমার স্বামী বাহিরে ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, কিন্তু ঘরের ভিতরে নেকড়ের ন্যায় অলস। বিশেষ চেতনাও নাই কৈফিয়ত তলবও নাই।

ষষ্ঠ জন বলিল, আমার স্বামী পানাহারে রাক্ষস স্বভাবের—খাওয়ার সময় সব কিছুই খাইয়া ফেলে, পান করার সময় সবটুকুই নিঃশেষ করিয়া ফেলে। আর বিছানায় শুইলে পর হাত-পা আবদ্ধের ন্যায় জড় হইয়া পড়িয়া থাকে—প্রানাগ্নি নিরসনে হাতও ছোঁয়ায় না।

সপ্তম জন বলিল, আমার স্বামী সব দিক দিয়াই অজ্ঞ, নিষ্কর্ম্মা, নির্ব্বোধ, সর্ব্ব রোগের রোগী। এমন গোয়ার যে, মাথা ফাটাইয়া ফেলে বা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; অনেক সময় উভয় রকমে জখমী করিয়া দেয়।

অষ্টম জন বলিল, আমার স্বামী অত্যন্ত কোমল—যেন খরগোশ এবং অত্যন্ত সুগন্ধময়—যেন জাফরান।

নবম জন বলিল, আমার স্বামী—আলীশান তাহার ইমারত, সুদীর্ঘ তাহার কায়া, দান-ছাখাওত তাহার অধিক, গৃহ তাহার সকলের মজলিস-ঘর।

দশম জন বলিল, আমার স্বামীর নাম মালেক। তাহার প্রশংসা কি শুনাইব? সে হইল সকলের উর্দ্ধে। তাহার উটগুলি গোশালার মধ্যে সংখ্যায় বেশী, কিন্তু মাঠে-ময়দানে সংখ্যায় কম, (অর্থাৎ মুসাফিরগণকে জবেহ করিয়া করিয়া খাওয়াইবার জন্য বেশীর ভাগ উটই ঘরে বাঁধিয়া রাখে।) আমোদ-ফুর্ত্তীর বাদ্য-বাজনা শুনিলেই উটগুলি মনে করে যে, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়াছে।

একাদশ রমণীটি বলিল, আমার (প্রথম) স্বামীর নাম ছিল আবু জরা' তাহার প্রশংসার শেষ নাই। সে আমার কান (পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ) অলঙ্কারে বোঝাই করিয়া দিয়া ছিল এবং সুখাদ্যের আধিক্য দ্বারা আমাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিল।

সর্ব্ব দিক দিয়া সে আমার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া ছিল, এমনকি সন্তুষ্টিতে আমি তৃপ্ত হইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে সে মরু প্রান্তের মেষপালক দরিদ্র পরিবার হইতে আনিয়া এমন ধনাঢ্য পরিবারে স্থান দিয়া ছিল যাহাদের ঘোড়া আছে উট আছে এবং শস্য-ফসল ইত্যাদির প্রাচুর্য্য। উহা আহরণের সব শ্রেণীর চাকর-মজুরও তাহাদের সর্ব্বদা বিদ্যমান। আমার প্রতিটি কথাই তাহার নিকট গৃহিত ছিল। দিনের আলো আসা পর্য্যন্ত আমি শুইয়া থাকিলেও কোন বাধা ছিল না।

আমার যে শ্বাশুরী ছিলেন তাঁহার গুণের অন্ত নাই। তাঁহার গাঁটুরী ভরা কাপড়, বস্তা ভরা খাদ্য শস্য। গৃহ তাহার অতিশয় সুপ্রশস্ত।

আমার স্বামীর অপর স্ত্রীর পক্ষে একটি ছেলে ছিল, তাহার গুণাবলীও অপরিসীম। আহার নিদ্রায় সে অতিশয় অল্পে তুষ্ট।

তাহার একটি মেয়েও ছিল, তাহার গুণাবলীও অতুলনীয়। মাতা-পিতার অতিশয় বাধ্য। ঘাগরায় আঁটেনা এমন হৃষ্টপুষ্ট। তাহার গুণাগুণ প্রতিবেশীনীদের জন্য অসহনীয়।

তাহার একটি দাসী ছিল, তাহার প্রশংসাও অনেক—সে ঘরের কথা বাহিরে নেয় না, (চুরি-ছোছামী ইত্যাদি দ্বারা) খাদ্য চিজ-বস্তুর কোন ক্ষতি করে না, ঘরে কোন আবর্জ্জনা থাকিতে দেয় না।

এই একাদশতমা রমণীটি তাহার স্বামী আবু-জরা'র প্রশংসা বর্ণনা করিয়া অতঃপর বলিল, এক সময় আবু-জরা' বিদেশ ভ্রমনে বাহির হইল, অথচ তখন দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, (কিন্তু আমার ভাগ্য-বিড়ম্বন—) ঐ সুযোগে অন্য একটি নারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নারীটির পূর্ব্ব স্বামীর পক্ষে দুইটি ছেলে ছিল নেকড়ে বাঘের ন্যায়, তাহারা তাহাদের মাতার সহিত খেলা করিতে ছিল। ঐ সময় আমার স্বামী আবু-জরা' তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া আমাকে তালাক দিয়া দিল।

ঐ স্বামীর পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছি। সেও সর্দ্দার শ্রেণীর, অতিশয় বাহাদুর, সে বহু রকম পশু পালের মালিক, আমাকেও সব রকমের এক এক জোড়ার মালিক বানাইয়া দিয়াছে এবং আমাকে অবাধে খাওয়া-পরার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছে। এমনকি খাদ্য সামগ্রী আমার বাপের বাড়ীতে পাঠাইবারও অনুমতি দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রদত্ত সমুদয় সম্পদ-সামগ্রী একত্রিত করিলে তাহা প্রথম স্বামীর প্রদত্ত সম্পদের ছোট এক অংশের সমতুল্যও হইবে না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই খোশ-গল্পটি শুনাইয়া আমাকে বলিলেন, (উল্লেখিত স্বামীদের মধ্যে তুলনা মূলকভাবে একাদশ-তমা রমণীটির প্রথম স্বামী আবু-জরা' তাহার জন্য যেরূপ ছিল (আদর যত্নে) আমিও তোমার

পক্ষে তদ্রূপ। (আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! আপনি আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক উত্তম। হযরত (দঃ) আয়েশার উক্তির সমর্থনে রশিকতামর একটা দিকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উভয়ের পার্থক্য এই যে, আবু-জরা' তাহার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া ছিল, আমি তোমাকে তালাক দিব না। ফতহুল-বারী ৯—২৩৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—সতী নারীদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহারা মানবীয় সমুদয় মনোবৃত্তি ও মনের স্বাদ মিটাইবার জন্য একমাত্র স্বামীকেই অবলম্বনরূপে ব্যবহার করে। সতীত্বহারা নারীরা মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদ মিটাইবার জন্য বেগানাদের সঙ্গে রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও খোশ-গল্প ইত্যাদিতে মাতোয়ারা হইয়া থাকে। সতীত্বাবলম্বীনী নারীগণ মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদকে একেবারে মুলোচ্ছেদও করিয়া দিতে পারে না আবার বেগানার সঙ্গেও যাইতে পারে না। সুতরাং স্বামীদের কর্ত্তব্য জায়েযের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া স্ত্রীদের মানবীয় মনোবৃত্তির আগ্রহ পুরণের ব্যবস্থা ও সুযোগ প্রদান করা। উল্লেখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিবি আয়েশার সহিত খোশ-গল্প করিয়া সেই ছুন্নতই দেখাইয়াছেন।

হযরত(দঃ) যে গল্পটি শুনাইয়াছেন উহার মধ্যে মস্ত বড় শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে। নারী সমাজের মানবীয় পীপাসা কি ধরণের, স্বামীর তরফ হইতে তাহারা কিরূপ ব্যবহার পাইতে চায় তাহা তাহাদেরই মুখে এই গল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার হইতে পৃথক থাকা

এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন ক্ষেত্রবিশেষে স্বামী স্ত্রী হইতে পৃথকভাবে ভিন্ন ঘরে থাকিতে পারে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় বিবিগণের প্রতি রাগ হইয়া ভিন্ন গৃহে দ্বিতল কক্ষে দীর্ঘ একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৭৫নং হাদীছ দ্রঃ)।

এই ব্যাপারে বোখারী (রঃ) আর একটি হাদীছের ইঙ্গিত দিয়াছেন—ঐ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীর প্রতি রাগ হইয়া পৃথক থাকিতে হইলে একই গৃহে পৃথক বিছানায় থাকিবে ; (পৃথক গৃহে চলিয়া যাইবে না।) পবিত্র কোরআনেও এই ব্যবস্থারই ইঙ্গিত আছে। ৫ পাঃ ছুরা নেছা ৩৪ আয়াতে আছে—"স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখিলে তাহাকে নছিহৎ ও উপদেশ দান কর এবং বিছানায় তাহাকে পৃথক রাখ।"

ইমাম বোখারীর মতামত এই হাদীছ ও আয়াতের ইঙ্গিতের পরিপন্থি নহে। কারণ, অবস্থা ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা আছে। যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার অবকাশ অনুভূত হয় যে, স্বামী পৃথক ঘরে অবস্থান করিলে স্ত্রী উহাকে সুযোগরূপে গ্রহণ

করিবে সেই ক্ষেত্রে কখনও পৃথক ঘরে যাইবে না। প্রয়োজন মনে করিলে বিছানা পৃথক বা একই বিছানায় বিছিন্নভাব নিয়া থাকিবে। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই, বরং পৃথক গৃহের বিচ্ছেদ যাতনা স্ত্রীকে অধিক শায়েস্তা করিবে সেইরূপ ক্ষেত্রে পৃথক গৃহে থাকায় কোন বাধা নাই।

স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোযা

২০৪৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামী বাড়ী উপস্থিত থাকাকালে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোযা রাখিবে না।

২০৪৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَاْذَنَ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَّفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَدّٰى اِلَيْهِ شَطْرُهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নাই যে, স্বামীর উপস্থিতকালে সে নফল রোযা রাখে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে। কোন স্ত্রী তাহার ঘরে কোন লোককে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে না স্বামীর অনুমতি ব্যতীত। আর (স্বামীর চিজ-বস্তু হইতে) স্ত্রী যাহা দান-খয়রাত করিবে, (স্বামীর বিনা আদেশ বিনা খবরে হইলেও) স্বামী উহার অর্দ্ধেক ছওয়াব পইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ছওয়াবের সমষ্টির তুলনায় এক এক জনের ছওয়াবকে অর্দ্ধেক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি পূর্ণ ছওয়াব।

লা'নতের পাত্রী স্ত্রী

২০৪৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْئَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰۤئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।

২০৫০। হাদীছ :— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ

زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ

অর্থ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর বিছানা ত্যাগ করতঃ রাত্রি যাপন করিলে ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন যাবৎ না সে স্বামীর বিহানায় ফিরিয়া আসে।

নারীদের প্রতি বিশেষ সতর্কবাণী

২০৫১। হাদীছ :— عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ وَكَانَ عَامَّةُ

مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ

قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

অর্থ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত পরিদর্শনকালে আমি বেহেশতের দ্বারে দাঁড়াইলাম (এবং তথাকার যে সব তথ্য আমি জ্ঞাত হইলাম সে অনুসারে) বেহেশত লাভকারীদের মধ্যে ঐ লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে যাহারা দুনিয়াতে দরিদ্রতার মধ্যে (ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত) জীবন কাটাইয়াছে; ধনিগণ ত তাহার হিসাব-নিকাশদানে আবদ্ধ থাকিবে, (তাই তাহাদের বেহেশতে প্রবেশ বিলম্বিত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা দোযখী তাহাদিগকে অবিলম্বেই দোযখে পৌঁছাইবার আদেশ করা হইবে। তদ্রূপ দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়াইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।

২০৫২। হাদীছঃ— عَنْ عِمْرَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ

اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ

অর্থ—এমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি বেহেশত পরিদর্শন করিয়াছি (এবং উহা লাভকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছি) যে, উহা লাভকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের। দোযখকেও দেখিয়াছি (ও জ্ঞাত হইয়াছি) যে, তথায় প্রবেশকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে নারীদের।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একবার স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজ তথা উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমনে গিয়া ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার মহান কুদরতের বহুবিধ নিদর্শন সমূহের মধ্যে বেহেশত-দোযখও পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিদ্রাবস্থায় একাধিকবার উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমন ও বেহেশত-দোযখ পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। নবীদের সাধারণ স্বপ্নও অকাট্য ওহী; তদ্দরুণ এই পরিভ্রমনকেও মে'রাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের ঘটনা সেই কোনও পরিভ্রমন ও পরিদর্শনেরই ঘটনা।

স্ত্রীকে মার পিট করা

মোছলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্জ কালে আরাফার ময়দানে লক্ষাধিক লোক সমাবেশে যে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়া ছিলেন উহাতে হযরত (দঃ) বিশেষরূপে নারীদের আলোচনাও করিয়াছিলন যে—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ

فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا

تَكْرَهُوْنَهٗ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

“হে লোক সকল! তোমরা স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লার ভয় দেলে জাগরুক রাখিও। স্মরণ রাখিও, তোমরা আল্লার নামে নিরাপত্তার ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর তাহা-

দিগকে করায়ত্ব করিয়াছ এবং আল্লার (নির্দ্ধারিত) কালামের সাহায্যে তাহাদের ইজ্জৎ-আবরুর অঙ্গ পর্য্যন্ত নিজের জন্য হালাল করিয়া নিতে পারিয়াছ। অবশ্য তোমাদের জন্য তাহাদের জিম্মায় এই দায়িত্ব রহিয়াছে যে, তাহারা কাহারও সঙ্গে অবৈধ মেলা-মেশা করিবে না—যাহা কখনও তুমি বরদাশত করিতে পার না। যদি তাহারা সেই দায়িত্বে অবহেলা করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য মারিতে পারিবে, কিন্তু তাহা এইরূপ কঠিন হইতে পারিবে না যদ্দ্বারা শরীর ক্ষত কিংবা শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর তাহাদের জন্য তোমাদের জিম্মায় রহিয়াছে ন্যায় পরায়ণতার সহিত খোরাক পোষাক সরবরাহ করা।"

আলোচ্য হাদীছের বিষয়-বস্তুটি পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে ঃ—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ........اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"স্বামীর প্রধান্য রহিয়াছে স্ত্রীর উপর এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে। এই জন্য সৎস্বভাবা স্ত্রীগণ স্বামীর বাধ্যগত জীবন-যাপন করিয়া থাকে এবং স্বামীর অনুপুস্থিতিতেও আল্লাহকে ভয় করিয়া (স্বামীর মান-ইজ্জৎ ও ধন-সম্পদের) হেফাজত ও সুরক্ষা করিয়া থাকে। (উক্ত গুণের বিপরীত) যদি তোমরা কোন স্ত্রীর অবাধ্যতার সম্মুখীন হও, তবে প্রথমে তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া নছীহত কর এবং (আরও অধিক কড়া-কড়ির আবশ্যক হইলে তাহার প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ) তাহার বিছানা ছাড়িয়া ভিন্ন বিছানায় থাক এবং (আরও আবশ্যক হইলে) তাহাদিগকে মারিতে পার। ইহাতে যদি স্ত্রী বাধ্য হইয়া যায় অতঃপর আর তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য অজুহাত তালাশ করিও না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ সকলের উপরে ও উর্দ্ধে।" (৪ পারা ৩ রুকু)

আবু দাউদ শরীফে আর এক খানা হাদীছ আছে ঃ—

এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের কি হক আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার খাওয়া-পরার ন্যায় স্ত্রীরও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাকে চেহারার উপর মারিতে পারিবে না, তাহাকে গালি-গালাজ করিতে পারিবে না, (কোন ব্যাপারে রাগতঃ তাহার সংশ্রব ত্যাগ করার) আবশ্যক হইলে অবশ্যই এক ঘরের মধ্যে থাকিয়া শুধু বিছানা ত্যাগ করিবে।

২০৫৩। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهٗ جَلْدَ

الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যময়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও পক্ষে স্বীয় স্ত্রীকে দাস-দাসীর ন্যায় মার-পিট করা কিছুতেই সঙ্গত নহে ; কিছুক্ষণ পরেই—দিনের শেষে সে তাহার সহিত আবার মিলিত হইবে, সহবাস করিবে।

স্বামীর আদেশ হইলেও স্ত্রী শরীয়ত বিরোধী কার্য্য করিবে না

২০৫৪। ছাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীনী এক মোসলেম নারী তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া ছিল ; রোগের দরুণ মেয়েটির মাথার চুল ঝড়িয়া গিয়াছে। ঐ নারীটি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমার মেয়ের স্বামী বলিতেছে, তাহার মাথায় অন্য চুল লাগাইয়া দিতে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ কাজ তুমি করিও না, কারণ ঐ কাজ যাহারা করে তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ।

ব্যাখ্যা :—অন্য চুল বা নকল চুল মাথায় লাগান সম্পর্কে শরীয়তের মছআলাহ কি, তাহা পোষাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ তায়ালা বর্ণিত হইবে।

স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে নিজের হক্ক ছাড়িয়া দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

"কোন নারী যদি আশঙ্কা করে স্বীয় স্বামীর নিকট বিরাগ ভাজন ও নিস্পৃহ হওয়ার, তবে সেই স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পর মীমাংসা করিয়া নেওয়া নিন্দনীয় হইবে না ; মীমাংসা অতি উত্তম।"

আয়েশা (রাঃ) উক্ত আয়াতের মর্ম্ম বুঝাইতে যাইয়া বলেন, যেমন—কোন নারী এক স্বামীর নিকট আছে, সেই স্বামী তাহার প্রতি আকৃষ্ট নয়, ফলে সে তাহাকে তালাক দিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ঐ নারী স্বামীর সহিত মীমাংসা কল্পে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না, আমাকে আপনার নিকট রাখুন এবং অপর বিবাহও করিয়া নিন ; আপনার উপর আমার খোর-পোশের কোন দাবী থাকিবে না, এমনকি দাম্পত্ত জীবন-যাপনে সমতা রক্ষার দায়িত্ব হইতেও আপনি মুক্ত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এইভাবে স্বীয় হক্ক ত্যাগ করিয়া হইলেও স্বামীর সঙ্গে মীমাংসায় উপনিত হওয়ার পরামর্শ দানই উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্য।

আ'য্‌ল্ তথা গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে বীর্য্যপাত জননেন্দ্রিয়ের বাহিরে করাঃ

২০৫৫। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে আমরা "আয্‌ল্" করিয়া থাকিতাম। (অর্থাৎ ঐরূপ করা নাজায়েয হইলে কোরআন শরীফে উহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা থাকিত বা হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক উহা নিষিদ্ধ বলা হইত।)

২০৫৬। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে শত্রু পক্ষের লোক আমাদের হাতে বন্দী হইল। (নারী বন্দীনীদের সুব্যবস্থাপনা কল্পে শরীয়ত সম্মত বৈধ সম্পর্ক সূত্রে) তাহারা আমাদের করায়ত্তে আসিলে পর আমরা নিজ নিজ প্রাপ্ত রমণীকে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে আমরা আ'য্‌ল্ করিয়া থাকিতাম। এই সম্পর্কে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) চমকিত স্বরে বলিলেন, اَوَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ "আচ্ছা! তোমরা এরূপ করিয়া থাক? হযরত (দঃ) পূনঃ পুনঃ তিনবার এইভাবে প্রশ্ন করিলেন এবং আরও বলিলেন—

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

"কেয়ামত পর্য্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হওয়া (আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি লোক অবশ্য অবশ্য জন্ম লাভ করিবেই।"

ব্যাখ্যাঃ—যুদ্ধে বন্দীনী নারীদের জন্য ইসলাম এইটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাণে বধ করার ব্যবস্থা রাখা হইলে তাহা হইত নিষ্ঠুর জংলী পশুর কার্য্যের পরিচয়। আর চিরজীবন বন্দীনীরূপে রাখা হইলে তাহা হইত তাহাদের ধ্বংসেরই নামান্তর। এতদ্ভিন্ন রাষ্ট্রের কাঁধে এক বিরাট বোঝা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকিত। আর এই আকর্ষণময়ী শ্রেণীর বিরাট দলকে দেশে ও সমাজে লাগামহীনরূপে বিচরণ করিতে দেওয়া হইলে তাহা হইত সমাজ বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর ব্যধির অপ্রতিরোধ্য বীজাণুর ছড়াছড়ি। আর বিজাতীয়া, বিদেশীণী, সহসা আগতা দলে দলে নারীগণকে দাম্পত্য পদের ন্যায় বিরাট দায়িত্বের পদে বহাল করার সুযোগ প্রাপ্তিও সহজ-সাধ্য নহে। এই সব দিক লক্ষ্য করিয়া এই নারীদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা এবং সুব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাদের প্রতি-

পালনের জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর নারীদের পক্ষে দাম্পত্য সূত্রের ন্যায় মালিকানা সূত্রের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অর্থাৎ মাতা-পিতা বা কোন মুরব্বি ওলী কর্ত্তৃক যেরূপে কোন রমণী দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধারূপে কোন পুরুষের হস্তে অর্পিত হয় এবং তখন ঐ পুরুষের জন্য ঐ রমণীকে ব্যবহার করা হালাল হইয়া যায়, তদ্রূপ বন্দীনীরূপে আগতা নারীগণকে শাসনকর্ত্তা খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিক ভাবে মালিকানা সূত্রে আবদ্ধারূপে ঐ লোকদের হস্তে অর্পন করিবে যাহারা কষ্ট-ক্লেশের সহিত ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ স্বীয় কষ্টে অর্জ্জিত বস্তুর অধিক যত্ন নিয়া থাকে, মাগনা ও মুফ্‌ত পাওয়া বস্তুর কোন যত্ন নেওয়া হয় না। সুতরাং ঐ নারীদের সুযত্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ নারীদের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের বিরাট ব্যয় ও দায়িত্ব বহনে মালিককে আকৃষ্ট করার জন্য মালিকের পক্ষে ঐ নারীকে "কনীয" রূপে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা ত জায়েয ও হালাল করা হইয়াছেই, এতদ্ভিন্ন তাহার হস্তান্তরের দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ গ্রহণকেও জায়েয রাখা হইয়াছে। এস্থলে শরীয়তের একটি বিধান রহিয়াছে এই যে, কোন কনীয স্বীয় মালিকের ঔরষে সন্তান জন্ম দান করিলে তাহার হস্তান্তরের অবকাশ আর থাকে না।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার বৃত্তান্ত এই ছিল যে—জেহাদ উপলক্ষে দীর্ঘ দিন বিদেশে থাকিয়া ছাহাবীদের স্বাভাবিক মানবীয় উত্তেজনার উদ্রেক অবস্থায় শরীয়ত সম্মত হালাল রমণী লাভের পর তাহা ব্যবহার করার আগ্রহ তাঁহাদের নিশ্চয়ই হইল। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরিবার-পরিজনপূর্ণ সংসারী ছিলেন—স্ত্রীর ন্যায় স্থায়ী বোঝা পরিবর্দ্ধনের অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না, তাই তাঁহারা ঐ রমণীদিগকে এমন ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ চাহিতেন যাহাতে তাহারা গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক হস্তান্তরের অনুপোযোগী না হইয়া পড়ে। এতদুদ্দেশ্যে গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য তাহাদের কেহ কেহ আ'য্‌ল-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ বা কেহ ঐ ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছায় পূর্ব্বাহ্নে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) বিস্ময়ের স্বরে তাহাদের উপর প্রশ্ন চাপাইয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি বিরাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অতঃপর উক্ত প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতা উল্লেখ পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলেন যে, এরূপ প্রচেষ্টা বস্তুতঃ আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার প্রচেষ্টা স্বরূপ যাহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুনিয়া উপায়-উপকরণের জগত ; এস্থলে উপায়-উপকরণ ব্যবহার ও অবলম্বন করা, যেমন—রোগ ও ব্যধি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসা এবং ঔষধ ব্যবহার করা, কোন বিপদ-আপদ

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা দোষনীয় নহে, বরং শরীয়তও উল্লেখিত স্থান সমূহে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের আদেশ করিয়া থাকে। অথচ ঐসব ক্ষেত্রেও তক্দীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে ; ঐ সব ক্ষেত্রে ত আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার নামে উপায়-উপকরণ ব্যবহার করাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ সাব্যস্ত করতঃ উহা হইতে নিরোৎসাহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে ত উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিরোৎসাহিত করা হয় না।

উত্তর—সর্ব্ব ক্ষেত্রেই তক্দীর বা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারণ বাস্তবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম উপায়-উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উপায়-উপকরণরূপে কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আল্লারই নির্দ্ধারণে হইতে হইবে। অতএব কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপায়-উপকণরূপে কোন ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে আল্লাহ তায়ালার তথা শরীয়তের সমর্থন অত্যাবশ্যক। নিজেদের মনগড়ারূপে যে কোন ব্যবস্থাকে উপায়-উপকরণের নামে গ্রহণ করা চলিবে না। যেমন, কোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুপান বা পথ্যের নামে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চিকিৎসকের নির্দ্ধারণেই হইবে—মনগড়ামতে করা অন্যায় হইবে।

আল্লাহ তায়ালা রোগ মুক্তির জন্য ঔষধকে উপায়-উপকরণের শ্রেণীতে রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রসুল (দঃ) তাহা আমাদিগকে জ্ঞাতও করিয়াছেন যে مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهٗ شِفَاءً "আল্লাহ তায়ালা যে কোন রোগই সৃষ্টি করিয়াছেন উহার জন্য প্রতিষেধকও সৃষ্টি করিয়াছেন।" (বোখারী)

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রহিয়াছে ; সঠিকরূপে রোগের উপর ঔষধ পড়িলে আল্লার হুকুমে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।" (মোসলেম শরীফ)।

আবু দাউদ শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে—ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা ঔষধ ব্যবহার করিব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—হে আল্লার বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর ; আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যাহার প্রতিষেধক তিনি দান না করিয়াছেন, অবশ্য বার্দ্ধক্যের কোন ঔষধ তিনি পয়দা করেন নাই।